২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় : ইসলাম শিক্ষা (সৃজনশীল)

প্রথম পত্র

শ্রেণি : এইচ এস সি

| বিষয় কোড | | |
|---|---|---|
| ২ | ৪ | ৯ |

**সময়ঃ ২ ঘন্টা ২০মিনিট** **পূর্ণমানঃ ৭০**

## সৃজনশীল প্রশ্ন

**(ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশগুলোর উত্তর দাও। যে কোন সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)**

১। ইয়াসির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়ন করে। ইয়াসিরের ছোট বোন রহিমা তাকে বলে-ভাইয়া তুমি কোন বিষয়ে পড়? ইয়াসির বলল, আমি এমন একটি বিষয়ে অধ্যয়ন করি যাতে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য সম্পর্কে জানা যায় এবং ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় জানা যায়। ইয়াসিরের পিতা গ্রামের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ান। তিনি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কাজ করতে হয় যথা : সার্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণ করা, কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, কারো সাথে দেখা হলে সালাম দেয়া, মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ইত্যাদি শিক্ষা দেন।

ক) ইসলাম শব্দের অর্থ কী? ১

খ) 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ) ইয়াসিরের অধীত বিষয়টি তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) ইয়াসিরের পিতা যে বিষয়টি শিক্ষা দেন মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | ইসলাম শব্দের অর্থ-আত্মসমার্পণ করা, আনুগত্য করা। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | রাসূল সাঃ বলেছেন,'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ'।<br>অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক, যতটুকু জ্ঞান শিক্ষা করলে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। আর ইসলামের মৌলিক বিষয় বলতে মূল আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতকে বুঝায়। এছাড়া ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল-হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারে। জ্ঞান অর্জন ইসলাম বুঝার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। জ্ঞানের উপর ইসলামের অস্তিত্ব, কল্যাণ ও উৎকর্ষতা নির্ভর করে। কাজেই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে সতর্ক থাকতে হবে। এ কারণেই রাসূল সাঃ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ'। সুতরাং মুসলমান হিসেবে আমাদের সকলকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ'। |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | ইসলাম শিক্ষা।<br>যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে।<br>**অথবা**, 'ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষা-ই হলো, ইসলাম শিক্ষা।<br>**অথবা**, 'ধর্ম বিষয়ক যে কোন জ্ঞানকে ইসলাম শিক্ষা বলা হয়।'<br>**অথবা**, 'ইসলামী শিক্ষা এমন একটি বিষয়-যার পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন, অনুশীলন, চর্চা ও গবেষণা করলে আল্লাহর দেয়া পরিপূর্ণ জীবন বিধান-দ্বীন ইসলামের স্বরূপ এর প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | পাওয়া যায়, জ্ঞান লাভ করা যায়, উপলব্ধি করা যায় এবং সে মোতাবেক স্বীয় জীবন গঠন ও পরিচালনা করে আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফতের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার দিকনির্দেশনা, মানসিক তাদি ও অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে।<br>**অথবা,** Islamic studies is the compilet and comprehensive syestem of education which does not deffer dignity, honesty and spirituality from human life. 'ইসলাম শিক্ষা এমন একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা যা সততা, আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতা থেকে মানুষের পার্থিব জীবনকে আলাদা করে দেখে না।'<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াসির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়ন করে। ইয়াসিরের ছোট বোন রহিমা তাকে বলে-ভাইয়া তুমি কোন বিষয়ে পড়? ইয়াসির বলল, আমি এমন একটি বিষয়ে অধ্যয়ন করি যাতে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য সম্পর্কে জানা যায় এবং ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় জানা যায়। ইয়াসির যে বিষয়ে উপর অধ্যয়ন করেন তা আমার পাঠ্য বইয়ের ইসলাম শিক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | ইসলাম শিক্ষা। |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | ইসলামী সংস্কৃতি।<br>ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবন পদ্ধতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াসিরের পিতা গ্রামের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ান। তিনি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কাজ করতে হয় যথা : সার্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণ করা, কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, কারো সাথে দেখা হলে সালাম দেয়া, মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ইত্যাদি শিক্ষা দেন। তার এ ধরণের শিক্ষাদান ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।<br>মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-<br>ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব :<br>• ঈমানের রক্ষাকবচ<br>• জাতীয় সত্তার অস্তিত্বের জন্যে<br>• ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা<br>• ইহ-পরকালীন মুক্ত ও সাফল্য<br>• বিশ্বমানবতার উন্নয়নে ইসলামী সংস্কৃতি<br>সুতরাং মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি মেনে চলা একান্ত কর্তব্য। |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াসিরের পিতা গ্রামের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ান। তিনি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কাজ করতে হয় যথা : সার্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণ করা, কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, কারো সাথে দেখা হলে সালাম দেয়া, মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ইত্যাদি শিক্ষা দেন। তার এ ধরণের শিক্ষাদান ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে | ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত মুসলিম জাতির |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | পারা | জীবন পদ্ধতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | ইসলামী সংস্কৃতি। |

২। চাকরিজীবী আফিফা সম্প্রতি একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। যার নাম রাখা হয় আয়েশা। আয়েশার জন্মের পর সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ছয় মাস পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ ছাড়া শিশুকে অন্য কোন খাবার দিতে মা-বাবাকে নিরুৎসাহিত করেন। ডাক্তারের পরামর্শ বিবেচনা করে আফিফা যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর ছয় মাসের ছুটির জন্য আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ কেবল একমাসের ছুটি মঞ্জুর করে। এতে আফিফা সন্তুষ্ট হতে না পেরে চাকরী ত্যাগ করেন এবং আয়েশাকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনে মনোনিবেশ করেন। আফিফার স্বামী রায়হান একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে হাসি মুখে বাসায় ফিরেন। খোঁজ-খবর নেন আফিফার শরীরের, তার সাথে উত্তম ব্যবহার করেন এবং কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। তার এরূপ ব্যবহারে আফিফা নিজকে ধন্য মনে করেন এবং গৌরব বোধ করেন।

ক) ইসলামী পরিবার কী? ১

খ) 'পিতা-মাতাই তোমার জান্নাত এবং পিতা-মাতাই তোমার জাহান্নাম'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত আফিফার কর্মকান্ড তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবার গঠনে রায়হানের আচরণের প্রভাব মূল্যায়ন কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | ইসলামী পরিভাষায়, 'যে পরিবার ইসলামী ভাবাধারা, ইসলামী নীতিমালা ও ইসলামী বিধি-বিধানের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী পরিবার বলে। ইসলামী পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কোন অমুসলিম ইসলামী পরিবারের সদস্য হতে পারবে না।' |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | 'পিতা-মাতা উভয় তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম'।<br>পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত-কর্তব্য কতটুকু তা বুঝানর জন্য রাসূল সাঃ উপরিক্ত কথাটি বলেছেন। সবসময় পিতা-মাতাকে সন্তুষ্টি রাখা সন্তানের একান্ত কর্তব্য। পিতা-মাতা যাতে সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারেন সন্তানদেরকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্তানের এমন কোন কাজ করা উচিৎ নয় যাতে পিতা-মাতার মনে আঘাত লাগে। হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।' পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝানর জন্য আল্লাহর রাসূল সাঃ আরো বলেন,'পিতা-মাতা তোমার বেহেশত ও দোযখ।' |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'পিতা-মাতা উভয় তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম'। |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | সন্তানের প্রতি মাতার দায়িত্ব কর্তব্য।<br>ইসলামী পরিবারে সন্তান লালন পালনের জন্য মাতা হিসেবে যে সকল দায়িত্ব অর্পিত হয়, সে দায়িত্বগুলোকে সন্তানের প্রতি মাতার দায়িত্ব কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, চাকরিজীবী আফিফা সম্প্রতি একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। যার নাম রাখা হয় আয়েশা। আয়েশার জন্মের পর সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ছয় মাস পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ ছাড়া শিশুকে অন্য কোন খাবার দিতে মা-বাবাকে নিরুৎসাহিত করেন। ডাক্তারের পরামর্শ বিবেচনা করে আফিফা যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর ছয় মাসের ছুটির জন্য আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ কেবল একমাসের ছুটি মঞ্জুর করে। এতে আফিফা সন্তুষ্ট হতে না পেরে চাকরী ত্যাগ করেন এবং আয়েশাকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনে মনোনিবেশ করেন। এ ধরণের আচরণ মাতা হিসেবে আয়েশার প্রতি আফিফার একান্ত ায়িত্ব কর্তব্যের শামীল। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | ইসলামী পরিবারে সন্তান লালন পালনের জন্য মাতা হিসেবে যে সকল দায়িত্ব অর্পিত হয়, সে দায়িত্বগুলোকে সন্তানের প্রতি মাতার দায়িত্ব কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | সন্তানের প্রতি মাতার দায়িত্ব কর্তব্য। |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্যে।<br>ইসলামে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এ দায়িত্ব পালন করাই হলো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্যে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আফিফার স্বামী রায়হান একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে হাসি মুখে বাসায় ফিরেন। খোঁজ-খবর নেন আফিফার শরীরের, তার সাথে উত্তম ব্যবহার করেন এবং কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। তার এরূপ ব্যবহারে আফিফা নিজকে ধন্য মনে করেন এবং গৌরব বোধ করেন। রায়হানের এ ধরণের আচরণ স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।<br>শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবার গঠনে রায়হানের আচরণের প্রভাব নিম্নে মূল্যায়ন করা হলো-<br>• স্ত্রীকে জীবনের প্রিয়তমা সঙ্গী করে নেয়া<br>• স্ত্রীর ভোরণ-পোষণ দেয়া<br>• উত্তম ব্যবহার করা<br>• প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করা<br>• অন্যায়কে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা<br>• মোহরানা আদায় করাস্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুন্ন না করা<br>• রুক্ষ কর্কশ ব্যবহার না করা<br>• ঘৃণা না করা<br>• স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য শাসন করা<br>• স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা<br>• সুসম ব্যবহার করা<br>• সামগ্রীকভাবে স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হওয়া<br>• স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করা<br>• সম-মর্যাদা দান করা<br>• সদুপদেশ দান করা<br>• স্ত্রীদের সম্পদ গ্রাস না করা<br>• চরিত্রবান হওয়া<br>• নির্দোষ হাসি তামাশা করা<br>• উপহার উপঢৌকন প্রদান করা<br>• বেশি দিন প্রবাসে না থাকা<br>• তালাকের অধিকার দান করা<br>• স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আফিফার স্বামী রায়হান একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে হাসি মুখে বাসায় ফিরেন। খোঁজ-খবর নেন আফিফার শরীরের, তার সাথে উত্তম ব্যবহার করেন এবং কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। তার এরূপ ব্যবহারে আফিফা নিজকে ধন্য মনে করেন এবং গৌরব বোধ করেন। রায়হানের এ ধরণের আচরণ স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | ইসলামে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এ দায়িত্ব পালন করাই হলো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্যে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্যে। |

৩। আবির ও আদিব দুই বন্ধু কলেজ শেষে একটি রেস্টুরেন্টে বসে নাস্তা করছিল। হঠাৎ আবিরের অন্য এক বন্ধু রফিক মোবাইল ফোনে তাকে কোথায় আছে জানতে চাইলে সে বলল, 'আমি বাসায়'। তখন আদিব বলল, 'রফিকের সাহচর্য যথাসম্ভব ত্যাগ করবে। কারণ সে কিছু বাজে ছেলের সাথে মেলামেশা করে। মাঝে মাঝে অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে।'

ক) জুয়া কী? ১

খ) ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত আবিরের বক্তব্যের মাধ্যমে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) আবিরের প্রতি আদিবের পরামর্শ প্রদানের পদ্ধতি কী যথার্থ? এ জাতীয় কাজের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | জুয়া জঘন্যতম সামাজিক অনাচার। জুয়াকে কুরআন মজিদের ভাষায় 'মাইসির' বলা হয়। 'মাইসির' শব্দের অর্থ-সহজ উপার্জন। অন্যায়ভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অপরকে বঞ্চিত করে যে অর্থ উপার্জিত হয়, তাকে জুয়া বলা হয়। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।<br>ধুমপান করলে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিড়ি, সিগারেট উগ্র নিকোটিনের বিষে ভরা। দু'টো সিগারেটের নিকোটিন যদি ইনজেকশান দ্বারা সুস্থ্য মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তাছাড়া ধুমপানে বিভিন্ন জীবনঘাতি রোগ সৃষ্টি করে। যেমন-যক্ষা, ব্রন্‌কাইটিস, ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্টিক, আলচার, ফুসফুসে ক্যান্সার ও হৃদরোগ হয়ে থাকে। এতে মানুষের মৃত্যু হয়। তাই বলা হয়, ধুমপান স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | মিথ্যা।<br>কোন ঘটনা বা বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করাকে মিথ্যা বলে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আবির ও আদিব দুই বন্ধু কলেজ শেষে একটি রেস্টুরেন্টে বসে নাস্তা করছিল। হঠাৎ আবিরের অন্য এক বন্ধু রফিক মোবাইল ফোনে তাকে কোথায় আছে জানতে চাইলে সে বলল, 'আমি বাসায়'। অথচ সে তখন রেস্টুরেন্টে নাস্তা করছিল। সুতরাং এটা মিথ্যার শামীল। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | কোন ঘটনা বা বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করাকে মিথ্যা বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | মিথ্যা। |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | যথার্থ। আর তা হেলা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা।<br>সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি বন্ধু খারাপ প্রকৃতির হয়, তাকেই অসৎসঙ্গ বলে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আদিব বলল, 'রফিকের সাহচর্য যথাসম্ভব ত্যাগ করবে। কারণ সে কিছু বাজে ছেলের সাথে মেলামেশা করে। মাঝে মাঝে অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে।' এ পরামর্শ দ্বারা আদিব রফিককে অসৎসঙ্গ করার পরামর্ম দিয়েছে। এবং এ পরামর্শ যথার্থ।<br>অসৎসঙ্গের পরিণতি নিম্লে আরোচনা করা হলো-<br>সৎ সঙ্গীর সাথে চললে সৎ হওয়া যায়। কিন্তু অসৎ সঙ্গীর সাথে চললে অসৎ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা কথায় বলে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। মহানবী সা: বলেছেন, অসৎ সঙ্গীর চেয়ে একাকীত্ব ভালো, আর একাকীত্বের চেয়ে সৎ সঙ্গী ভালো।'কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা মন্দ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ইমাম জাফর সাদিক বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির সাথে বন্দুত্ব করবে না। ১. মিথ্যাবাদী ২. নির্বোধ ৩. পাপাচারী ৪. ভীরু ৫. কৃপণ। |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আদিব বলল, 'রফিকের সাহচর্য যথাসম্ভব ত্যাগ করবে। কারণ সে কিছু বাজে ছেলের সাথে মেলামেশা করে। মাঝে মাঝে অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে।' এ পরামর্শ দ্বারা আদিব রফিককে অসৎসঙ্গ করার পরামর্ম দিয়েছে। এবং এ পরামর্শ যথার্থ। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি বন্ধু খারাপ প্রকৃতির হয়, তাকেই অসৎসঙ্গ বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | যথার্থ। আর তা হেলা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা। |

৪। নাবিল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। একদিন সে ঢাকা শহরে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিল। ভোর বেলা বাস থেকে নামার পর একটি রিক্সাযোগে গন্তব্যের দিকে রওনা হলো। রিক্সা ড্রাইভার তাকে নিকটবর্তী রাস্তা দিয়ে নিচ্ছে বলে পূর্ব পরিকল্পনা মতো একটি চিকুন গোলি দিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিমধ্যে কয়েকজন যুবক রিক্সার গতিরোধ করে তার সাথে থাকা মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। এরপর তাদের একজন জিজ্ঞাসা করে বলল, 'তোমার কাছে আর কিছু আছে কী? তখন নাবিল বলল,'আমার জামার ভিতরের পকেটে আরো পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে।' তার এরূপ সরল স্বীকারোক্তি শুনে যুবকরা বিস্মিত হলো।

ক) ইসলামের বুনিয়াদী আমল কয়টি? কী কী? ১

খ) 'সাওম আমার জন্য, আর আমি এর প্রতিদান দেব'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ) নাবিলের বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত রিক্সা ড্রাইভারের আচরণের কুফল তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | ইসলামের বুনিয়াদী আমল চারটি। যথা-নামাজ, রোজ, হজ্জ ও যাকাত। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | 'সাওম আমার জন্য, আর আমি এর প্রতিদান দেব'।<br>রাসুল সাঃ এ হাদীসের মাধ্যমে সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। কেননা সকল সৎ কাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু সাওম এর বিপরীত। কেননা হাদীসে কুদসীতে রাসূল সাঃ বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,'রোজা আমার জন্য, আর আমি এর প্রতিদান দেব।' যেহেতু সাওয়াবের আশায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করা হয়। সেহেতু আল্রাহ তা'য়ালা রোজাদারের পূর্বের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেন। তাছাড়া রোজা এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ বুঝতে পারে না। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'সাওম আমার জন্য, আর আমি এর প্রতিদান দেব'। |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | সত্যবাদীতা।<br>সাধারণ ভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদীতা বলা হয়।<br>পরিভাষায়, 'বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করাকে সত্যবাদীতা বলে।<br>**অথবা**, কোন ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা বিকৃত ব্যতিরেকে হুবহু বা অকিল বর্ণনা করাকে 'সিদক' বা সত্যবাদীতা বলা হয়।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ছিনিয়ে নেওয়া যুবকদের একজন জিজ্ঞাসা করে বলল, 'তোমার কাছে আর কিছু আছে কী? তখন নাবিল বলল,'আমার জামার ভিতরের পকেটে আরো পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে।' তার এরূপ সরল স্বীকারোক্তি শুনে যুবকরা বিস্মিত হলো। নাবিলের এ ধরণের স্বীকারোক্তি সত্যবাদীতার শামীল। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | সাধারণ ভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদীতা বলা হয়।<br>পরিভাষায়, 'বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করাকে সত্যবাদীতা বলে। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | সত্যবাদীতা। |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | বিশ্লেণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | প্রতারণা।<br>প্রতারণা মানে ঠকানো বা ফাঁকি দেয়া। বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভেজাল দেয়া, পণ্য দ্রব্যের দোষ গোপন করা, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেয়া, মাপে বা ওজনে কম দেয়া, বেশি দামের জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে বিক্রি করাকে প্রতারণা বলে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, নাবিল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। একদিন সে ঢাকা শহরে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিল। ভোর বেলা বাস থেকে নামার পর একটি রিক্সাযোগে গন্তব্যের দিকে রওনা হলো। রিক্সা ড্রাইভার তাকে নিকটবর্তী রাস্তা দিয়ে নিচ্ছে বলে পূর্ব পরিকল্পনা মতো একটি চিকুন গোলি দিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিমধ্যে কয়েকজন যুবক রিক্সার গতিরোধ করে তার সাথে থাকা মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। রিক্সা ড্রাইভারের এ আচরণ প্রতারণার শামীল।<br>প্রতারণা একটি মারাত্মক চারিত্রিক দোষ। প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা বিরোধী অত্যন্ত ঘৃর্ণিত ও গর্হিত কাজ। এটা সমাজদ্রোহী পাপ। নিম্নে এর কুফলগুলো উল্লেখ করা হলো-<br>• প্রতারণা সমাজদ্রোহী পাপ<br>• ইসলামে প্রতারণার কোন স্থান নেই<br>• প্রতারকের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিশাপ<br>• প্রতারণা দ্বারা অর্জিত জীবিকা হারাম<br>• প্রতারণা মুনাফিকের আলামত<br>• প্রতারণাকারীর ধবংস অনিবার্য<br>• প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় হারাম<br>• প্রতারক ঈমানদার হতে পারে না<br>• প্রতারণা মিথ্যার নামান্তর<br>• প্রতারণা তাকওয়া বিরোদী |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, নাবিল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। একদিন সে ঢাকা শহরে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিল। ভোর বেলা বাস থেকে নামার পর একটি রিক্সাযোগে গন্তব্যের দিকে রওনা হলো। রিক্সা ড্রাইভার তাকে নিকটবর্তী রাস্তা দিয়ে নিচ্ছে বলে পূর্ব পরিকল্পনা মতো একটি চিকুন গোলি দিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিমধ্যে কয়েকজন যুবক রিক্সার গতিরোধ করে তার সাথে থাকা মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। রিক্সা ড্রাইভারের এ আচরণ প্রতারণার শামীল। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | প্রতারণা মানে ঠকানো বা ফাঁকি দেয়া। বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভেজাল দেয়া, পণ্য দ্রব্যের দোষ গোপন করা, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেয়া, মাপে বা ওজনে কম দেয়া, বেশি দামের জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে বিক্রি করাকে প্রতারণা বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | প্রতারণা। |

৫। আনোয়ার ও সরোয়ার দুই বন্ধু। তারা ইসলামের প্রখ্যাত মনীষীদের নিয়ে আলোচনা করছিল। আনোয়ার বলল,‘বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে একজন মনীষীর কার্যক্রম আমার মনে খুব রেখাপাত করে। যিনি রাজশাহী অঞ্চলে জীবনের সিংহ ভাগ দাওয়াতী কাজে অতিবাহিত করেন। তিনি বাগদাদ থেকে প্রথমে নোয়াখালী অঞ্চলে এসে দাওয়াতী কাজ শুর করেন। পরবর্তীতে নবী পথে রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসেন এবং জীবনের শেষ অবধি সেখানে সত্যের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তখন সরোয়ার বলল,‘প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীদের মধ্যে একজন মনীষী আমার খুবই প্রিয়। তিনি ৯৮০ খ্রি: বুখারা অঞ্চলে আফসানা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা এ বিষয়ের বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত।

ক) 'তুহফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১
খ) 'রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা স্যারাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম '- ব্যাখ্যা কর। ২
গ) আনোয়ারের বক্তব্যে কোন মনীষীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) সরোয়ারের বক্তব্যে যে মনীষীর চিত্রাংকিত করা হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | তুহফাতুল ফালাসিফা গ্রন্থের রচয়িতা হলেন-ইমাম আল গাজ্জালী। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | 'রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা স্যালাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম'<br>এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সা: জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর উম্মতদেরকে উৎসাহিত করেছেন। কারণ নফল ইবাদতের মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। শিক্ষাই মর্যাদার মাপকাঠি। এ কারণে রাসূল সা: বলেছেন,' 'রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম'। আর যে জ্ঞান অন্বেষণ করে তার অতীতের সকল মাফ হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের সকলকে জ্ঞান অন্বেষণ করা উচিৎ। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম'। |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | হযরত শাহ মাখদুম রুপোষ।<br>তার প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্দুল কুদ্দুস। উপনাম শাহ শাখদুম রুপোষ এবং এ নামেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।তিনি রাজশাহী শহরের পাশে দরগাপাড়া মহল্লায় সমাহিত হয়ে আছেন। তিনি গৌরবর্ণের ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। অন্যান্য ইসলাম প্রচারকদের ন্যায় তিনি বাগদাদ ছেড়ে বাংলায় আসেন এবং ব্যাগদাদে থাকতেই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আনোয়ার ও সরোয়ার দুই বন্ধু। তারা ইসলামের প্রখ্যাত মনীষীদের নিয়ে আলোচনা করছিল। আনোয়ার বলল,'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে একজন মনীষীর কার্যক্রম আমার মনে খুব রেখাপাত করে। যিনি রাজশাহী অঞ্চলে জীবনের সিংহ ভাগ দাওয়াতী কাজে অতিবাহিত করেন। তিনি বাগদাদ থেকে প্রথমে নোয়াখালী অঞ্চলে এসে দাওয়াতী কাজ শুর করেন। পরবর্তীতে নবী পথে রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসেন এবং জীবনের শেষ অবধি সেখানে সত্যের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আনোয়ারের বক্তব্যে হযরত শাহ মাখদুমের কথা বলা হয়েছে। তার সাথে হুবুহু মিল পাওয়া যায়। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | তার প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্দুল কুদ্দুস। উপনাম শাহ শাখদুম রুপোষ এবং এ নামেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।তিনি রাজশাহী শহরের পাশে দরগাপাড়া মহল্লায় সমাহিত হয়ে আছেন। তিনি গৌরবর্ণের ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। অন্যান্য ইসলাম প্রচারকদের ন্যায় তিনি বাগদাদ ছেড়ে বাংলায় আসেন এবং ব্যাগদাদে থাকতেই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | হযরত শাহ মাখদুম রুপোষ। |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | শ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | আত-তাবারি।<br>তিনি একজন মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ৯৮০ খ্রি: বুখারা অঞ্চলে আফসানা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তার লিখিত চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 'ফিরদাউস আল হিকমা' ছিল আরবীতে লিখিত সর্বপ্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, তখন সরোয়ার বলল,'প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীদের মধ্যে একজন মনীষী আমার খুবই প্রিয়। তিনি ৯৮০ খ্রিঃ বুখারা অঞ্চলে আফসানা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা এ বিষয়ের বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত। এ বর্ণনা দ্বারা মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আত-তারাবীর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।<br>চিকিৎসা শাস্ত্রে তার অবদান অনিস্বীকার্য। |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, তখন সরোয়ার বলল,'প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীদের মধ্যে একজন মনীষী আমার খুবই প্রিয়। তিনি ৯৮০ খ্রিঃ বুখারা অঞ্চলে আফসানা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা এ বিষয়ের বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত। এ বর্ণনা দ্বারা মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আত-তারাবীর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | তিনি একজন মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ৯৮০ খ্রিঃ বুখারা অঞ্চলে আফসানা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তার লিখিত চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ 'ফিরদাউস আল হিকমা' ছিল আরবীতে লিখিত সর্বপ্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | আত-তাবারি। |

৬। মাহমুদার তিন সন্তানের মধ্যে রাজিয়া চোখে দেখে না। তিনি তাকে খুবই আদর করেন এবং অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় অধিতকার যত্নসহকারে লালন পালন করেন। অন্য সন্তানদের মতো তিনি তাকে শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠশালায় নিয়ে যান। রাজিয়ার প্রতি দায়িত্ব পালনে মাহমুদা কখনো অবহেলা করেন না। মাহমুদার স্বামী জনাব আশফাক দেশের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে চাকরী করেন। সম্প্রতি মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরত্ব বেড়ে গেলে তিনি তা প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার এ উদ্দ্যোগের ফলে মানুষ মাদকের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি লাভ করে।

ক) ইমাম গাজ্জালীর মতে তাকওয়ার সোপান কয়টি? ১

খ) 'হালাল উপার্জন একটি ফরজ ইবাদত'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ) মাহমুদার কার্যক্রম তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৩

ঘ) 'দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে আশফাক সাহেবের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ'-পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | ইমাম গাজ্জালীর মতে তাকওয়ার সোপান চারটি। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | 'হালাল উপার্জন একটি ফরজ ইবাদত'<br>হালাল উপার্জন অন্যতম ফরজ কাজ। মহানবী সাঃ বলেছেন,' হালাল রুজি অন্বেষণ করা ফরজের পরেও একটি ফরজ।' হালাল উপার্জন করার জন্য হযরত উমার রাঃ কঠোরভাবে নির্দেশ দান করে বলেন,'তোমাদের কেউ যেন জীবিকার্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহ হয়ে বসে না থাকে।' তাছাড়া ইবাদত কবুলে পূর্ব শর্ত হলো হালাল উপার্জন করা। রাসূল সাঃ বলেছেন,'যে দেহ হারাম দ্বারা গঠিত, তার ইবাদত কবুল হবে না।' সুতরাং হালাল উপার্জন একান্ত প্রয়োজন। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'হালাল উপার্জন একটি ফরজ ইবাদত' |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | প্রতিবন্ধীর অধিকার।<br>যে কোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়িভাবে কোন ব্যক্তির শরীরিক বা মানসিক বা বুদ্ধিগত বা বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্ত হন, তাকে প্রতিবন্ধী বলে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, মাহমুদার তিন সন্তানের মধ্যে রাজিয়া চোখে দেখে না। তিনি তাকে খুবই আদর করেন এবং অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় অধিতকার যত্নসহকারে লালন পালন করেন। অন্য সন্তানদের মতো তিনি তাকে শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠশালায় নিয়ে যান। রাজিয়ার প্রতি দায়িত্ব পালনে মাহমুদা কখনো অবহেলা করেন না। রাজিয়ার প্রতি মাহমুদার এ ধরণের আচরণ প্রতিবন্ধী হিসেবে তার মায়ের কর্তব্য পালন। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | যে কোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়িভাবে কোন ব্যক্তির শরীরিক বা মানসিক বা বুদ্ধিগত বা বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্ত হন, তাকে প্রতিবন্ধী বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | প্রতিবন্ধীর অধিকার। |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | দেশ প্রেম।<br>দেশের জনগণের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, দেশের প্রতি মানুষের ভালবাসা, প্রীতি ও স্নেহের যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তাকে দেশ প্রেম বলে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, মাহমুদার স্বামী জনাব আশফাক দেশের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে চাকরী করেন। সম্প্রতি মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরত্ব বেড়ে গেলে তিনি তা প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার এ উদ্দ্যোগের ফলে মানুষ মাদকের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি লাভ করে। আশফাকের এ ধরণের দায়িত্ব পালন দেশ প্রেমের শামীল।<br>দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। দেশপ্রেমের মূলেই রয়েছে দেশের ভূখন্ডকে ভালবাসা। দেশের তাহজীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি ও ইসলামী সংস্কৃতিকে ভালবাসা। দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করা। ইসলামের দৃষ্টিতে দেশ প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী সা: তাঁর দেশ ও মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন, মক্কার জনগণকে ভালবাসতেন। তাদের হেদায়েতের জন্য তিনি কঠিন অত্যাচার সহ্য করেন। সাহাবীদেরকে মহানবী সা: কাফেরদের অত্যাচারে আবিসিনিয়ায় হিযরতের অনুমতি প্রদান করলেও তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। পরিশেষে কাফিরদের অত্যাচার ষড়যন্ত্রের কারণে এবং আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তিনি যখন মদিনায় হিযরত করেন, তখন মক্কার দিকে বার বার ফিরে তাকান, আর কাতর কণ্ঠে বলেন,'হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার আপন গোত্রীয় লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' দেশপ্রেম মানুষকে দেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্ববৌমত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমিক নিজের জানমাল উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আলেমগণ বলেন,'দেশপ্রেম ঈমানের অংগ।' সুতরাং আশফাকের এ ধরণের দায়িত্ব পালন দেশ প্রেমের সাথে মিল রয়েছে। |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, মাহমুদার স্বামী জনাব আশফাক দেশের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে চাকরী করেন। সম্প্রতি মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরত্ব বেড়ে গেলে তিনি তা প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | গ্রহণ করেন। তার এ উদ্দ্যোগের ফলে মানুষ মাদকের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি লাভ করে। আশফাকের এ ধরণের দায়িত্ব পালন দেশ প্রেমের শামীল। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | দেশের জনগণের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, দেশের প্রতি মানুষের ভালবাসা, প্রীতি ও স্নেহের যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তাকে দেশ প্রেম বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | দেশ প্রেম। |

৭। জনাব মায়মুনা 'ক' এলাকার একজন সমাজ সেবিকা। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে একটি সার্বজনীন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে নেতা নির্বাচন করেন। চুক্তিতে বলা হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, কেউ কারোর উপর হস্তক্ষেপ করবে না। একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না। এক গোত্রের সাথে অপরগোত্রের বিরোধ হলে নেতৃবৃন্দ ফয়সালা করবে। এভাবে উক্ত এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব গোত্রের লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলতে লাগল।

ক) ইহসান কী? ১

খ) 'যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না তাকে আল্লাহ দয়া করেন না'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ) জনাব মায়মুনার উদ্দ্যেগে স্বাক্ষরিত চুক্তিটির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) অসাম্প্রদায়িক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে উক্ত চুক্তির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | সাধারণ অর্থে-'সুন্দর ব্যবহার করা, উপকার করা, কষ্ট লাঘব করা, কোন কাজ সুন্দভাবে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করার নাম ইহসান।<br>**অথবা**, কারো সাথে ভালো ব্যবহার করা, কারো উপকার করাকে ইহসান বলে।<br>ইসলামের পরিভাষায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করাকে ইহসান বলে। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | 'যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না তাকে আল্লাহ দয়া করেন না'।<br>সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে আল্লাহর অপর করুণা লাভ করতে পারে। যে মানুষ অপরের প্রতি দয়া প্রর্শন করে না, সে আল্লাহর করুণা ও দয়া পায় না। মহানবী সাঃ তাই তো বলেছেন,'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না।' তিনি আরো বলেছেন,'তোমরা পৃথিবীবাসির প্রতি দয়া করুণা কর, তাহলে আকাশবাসীও তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন। সুতরাং আমাদের সকলের উচিৎ সৃষ্টির প্রতি দয়া করা। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না তাকে আল্লাহ দয়া করেন না'। |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | মদীনার সনদ।<br>মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী, দল ও উপদলের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ সাঃ একটি লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে খ্যাত।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব মায়মুনা 'ক' এলাকার একজন সমাজ সেবিকা। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে একটি সার্বজনীন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে নেতা নির্বাচন করেন। চুক্তিতে বলা হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, কেউ কারোর উপর হস্তক্ষেপ করবে না। একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না। এক গোত্রের সাথে অপরগোত্রের বিরোধ হলে নেতৃবৃন্দ ফয়সালা করবে। এভাবে উক্ত এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব গোত্রের লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলতে লাগল। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | মায়মুনার স্বাক্ষরিত চুক্তিটি আমার পাঠ্য বইয়ের মদীনার সনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী, দল ও উপদলের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ সা: একটি লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে খ্যাত। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | মদীনার সনদ। |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | সম্পাদিত চুক্তিটি হলো মদীনার সনদ।<br>মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী, দল ও উপদলের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ সা: একটি লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে খ্যাত।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব মায়মুনা 'ক' এলাকার একজন সমাজ সেবিকা। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে একটি সার্বজনীন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে নেতা নির্বাচন করেন। চুক্তিতে বলা হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, কেউ কারোর উপর হস্তক্ষেপ করবে না। একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না। এক গোত্রের সাথে অপরগোত্রের বিরোধ হলে নেতৃবৃন্দ ফয়সালা করবে। এভাবে উক্ত এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব গোত্রের লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলতে লাগল। মায়মুনার স্বাক্ষরিত চুক্তিটি আমার পাঠ্য বইয়ের মদীনার সনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।<br>মদীনা সনদের গুরুত্ব :<br>● এ চুক্তির ফলে মদিনা রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হয়। নবী করীম সা:-কে মুসলিম ও অমুসলিমদের পকাষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধান স্বীকার করে নেয়া হয় এবং ইসলামী শরীয়তের বিধানকে দেশের প্রশাসনিক আইন হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। এভাবে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সমাজ গঠনের সূচনা করেন।<br>● রাসূল সা: এহজন দূরদর্শী পরিকল্পনাকারী ও পরিচালক হিসেবে অনন্য দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি একটি রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জন করেন।<br>● এ চুক্তিতে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।<br>● এ চুক্তিতে মুসলিম ও অমুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনিদিষ্ট ও নিশ্চিত করা হয়।<br>● এ চুক্তির ফলে জুলুম ও অত্যচার নিষিদ্ধ হয়ে যায়।<br>● গোত্রসমুহের কলহের অবসান হয়।<br>● এ চুক্তির ফলে একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব মায়মুনা 'ক' এলাকার একজন সমাজ সেবিকা। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে একটি সার্বজনীন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে নেতা নির্বাচন করেন। চুক্তিতে বলা হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, কেউ কারোর |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | উপর হস্তক্ষেপ করবে না। একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না। এক গোত্রের সাথে অপরগোত্রের বিরোধ হলে নেতৃবৃন্দ ফয়সালা করবে। এভাবে উক্ত এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব গোত্রের লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলতে লাগল। মায়মুনার স্বাক্ষরিত চুক্তিটি আমার পাঠ্য বইয়ের মদীনার সনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী, দল ও উপদলের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ সা: একটি লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে খ্যাত। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | সম্পাদিত চুক্তিটি হলো মদীনার সনদ। |

৮। জসিম সাহেব প্রতি মাসে এমন একটি ব্যাংকে কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করেন, যে ব্যাংক সুদের পরিবর্তে ব্যবসাকে উৎসাহিত করে, লাভ-লোকসানের দায়ভার গ্রহণের শর্তে আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে এবং অবৈধ ও ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসাকে পরিহার করার নীতি অনুসরণ করে। অপরদিকে জনাব জাবের একজন কৃষক। এ বছর তার জমিতে ধানের ফলন ভালো হয়েছে। তাই সে তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ গরীবের জন্য সরকারি তহবিলে জমা দেয়।

ক) বাইতুলমাল কী? ১

খ) 'যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা আবশ্যক'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে জনাব জাবেরের কর্মকান্ড তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংকিং পদ্ধতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাইতুলমাল বলে।<br>**অথবা**, ইসলামী রাষ্ট্রে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা এবং কার্যকরী করতে হলে রাষ্ট্রের ধনভান্ডারে বিপুল অর্থ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। আরইসলামী রাষ্ট্রের ধনভান্ডারের সংরক্ষিত স্থানের নাম বাইতুলমাল। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | 'যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা আবশ্যক'।<br>যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। তার মধ্যে ৫টি ব্যক্তির মধ্যে এবং ৪টি সম্পদের মধ্যে। সম্পদের মধ্যে যে ৪টি শর্ত থাকতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা আবশ্যক'। আর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বলতে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা অথবা সমপরিমাণ সম্পদকে বুঝান হয়েছে। এ পরিমাণ সম্পদ যদি কারো মালিকানায় না থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ নয়। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা আবশ্যক'। |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উশর।<br>ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে 'উশর' বলে। একে ফল ও ফসলেল যাকাতও বলা হয়।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব জাবের একজন কৃষক। এ বছর তার জমিতে ধানের ফলন ভালো হয়েছে। তাই সে তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ গরীবের জন্য সরকারি তহবিলে জমা দেয়। জাবেরের এ ধরণের কর্মকান্ড উশর প্রদানের শামীল। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে 'উশর' বলে। একে ফল ও ফসলেল যাকাতও বলা হয়। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'উশর' |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | ইসলামী ব্যাংক।<br>যে ব্যাংক ব্যবস্থা দ্বীন ইসলামের বিধান অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের প্রত্যয়ে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে।<br>ওআইসি সচিবালয় কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা হলো-<br>Islamic Bank is a financial institution whose statutes, ruls and procedures expressly state its commitment to the principales of islamic shariah and to the barring of the receipt and payment of interest any of its operations.<br>অর্থ : ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সকল প্রকার কার্যক্রমে সুদের লেন-দেন সম্পূর্ণ বর্জন করে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জসিম সাহেব প্রতি মাসে এমন একটি ব্যাংকে কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করেন, যে ব্যাংক সুদের পরিবর্তে ব্যবসাকে উৎসাহিত করে, লাভ-লোকসানের দায়ভার গ্রহণের শর্তে আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে এবং অবৈধ ও ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসাকে পরিহার করার নীতি অনুসরণ করে। সুতরাং এ ধরণের লেনদেন শুধুমাত্র ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকে হয় না। তাই বলা যায় যে, এটি ইসলামী ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।<br>**ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব :**<br>সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এ ইসলামী ব্যাংকের বিকল্প নেই। তাই ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-<br>● সুদমুক্ত লেনদেনের পরিবেশ সৃষ্টি করে<br>● স্বল্প বিত্তের লোকদের সুমুক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করে<br>● উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে<br>● অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদননিশ্চিত করে<br>● দেউলিয়াত্বের হাত থেকে ব্যাংকিং সেক্টরকে রক্ষা করে<br>● মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে সহযোগিতা করে<br>● সৌহার্দমূলক সহযোগিতায় আয় নিশ্চিত করে<br>● জাতীয়ভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে<br>● আয় বৈষম্য হ্রাস করে |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | ইসলামী ব্যাংক।<br>যে ব্যাংক ব্যবস্থা দ্বীন ইসলামের বিধান অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের প্রত্যয়ে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে।<br>ওআইসি সচিবালয় কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা হলো-<br>Islamic Bank is a financial institution whose statutes, ruls and procedures expressly state its commitment to the principales of islamic shariah and to the barring of the receipt and payment of interest any of its operations.<br>অর্থ : ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সকল প্রকার কার্যক্রমে সুদের লেন-দেন সম্পূর্ণ বর্জন করে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জসিম সাহেব প্রতি মাসে এমন একটি ব্যাংকে কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করেন, যে ব্যাংক সুদের পরিবর্তে ব্যবসাকে উৎসাহিত করে, লাভ-লোকসানের দায়ভার গ্রহণের শর্তে আমানত |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে এবং অবৈধ ও ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসাকে পরিহার করার নীতি অনুসরণ করে। সুতরাং এ ধরণের লেনদেন শুধুমাত্র ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকে হয় না। তাই বলা যায় যে, এটি ইসলামী ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | যে ব্যাংক ব্যবস্থা দ্বীন ইসলামের বিধান অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের প্রত্যয়ে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | ইসলামী ব্যাংক। |

৯। ‘ক’ গ্রামের চেয়ারম্যান জনাব রহমত আলীজনগণের সহযোগিতায় এলাকার রাস্তাগুলোর দু’পাশে সারি সারি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসব গাছ নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থাও করেন তিনি। ফলে-ফুলে সুসজ্জিত এ গাছগুলোতে পাখপাখালীর অবাধ বিচরণ এক অনন্য দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এ রাস্তা দিয়ে যারাই গমন করেন তারা এ মনোরম দৃশ্য দেখে চেয়ারম্যান সাহেবের প্রশংসা করেন। এ অনন্য সাধারণ কাজের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরুস্কৃত হন। একদিন জনাব আরমান ‘অ’ গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেনদড়ি দিয়ে বাঁধা একটি গরু একটি গাছের সাথে প্যাঁচিয়ে ফাঁস লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে আছে। তিনি তাড়াতাড়ি গরুটিকে দড়ির প্যাঁচ খুলে গাছ থেকে দূরে সরিয়ে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিলেন।

ক) উম্মত অর্থ কী? ১

খ) ‘কথা ও কাজে মিল থাকা দা’ঈ-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য’- ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব রহমত আলীর কর্মকান্ড তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) তোমার পাঠ্যবইয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক উদ্দীপকে জনাব আরমানের কার্যক্রমের গুরুত্ব নিরুপন কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে উম্মত শব্দের অর্থ হলো-জাতি, দল, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ও নিয়ম পদ্ধতি।<br>সাধারণ অর্থে কোন একটি বিশেষ জাতি, আদর্শবাদ, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মিলিত ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | ‘কথা ও কাজে মিল থাকা দা’ঈ-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য’।<br>যিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন তাকে দা’ঈ বলে। এ মহান দায়িত্ব পালন করতে দা’ঈ-কে অবশ্যই বিশেষ কিছু গুণের অধিকারি হতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ‘ কথা ও কাজে মিল থাকা’। অর্থাৎ দা’ঈ-কে স্বয়ং আমলদার হতে হবে। তিনি যা প্রচার করবেন তা তাকে ব্যক্তিগতভাবে আমল করতে হবে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | ‘কথা ও কাজে মিল থাকা দা’ঈ-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য’। |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | পরিবেশ সংরক্ষণ।<br>আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। যেম-আছে গাছ-পালা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি। এ সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের পরিবেশকে বাসোপযোগী ও ভারসাম্য করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এ পরিবেশকে সংরক্ষণ করা, বিনষ্ট না করাকেই পরিবেশ সংরক্ষণ বলে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ‘ক’ গ্রামের চেয়ারম্যান জনাব রহমত আলীজনগণের সহযোগিতায় এলাকার রাস্তাগুলোর দু’পাশে সারি সারি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসব গাছ নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থাও করেন তিনি। ফলে-ফুলে সুসজ্জিত এ গাছগুলোতে পাখপাখালীর অবাধ বিচরণ এক অনন্য দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এ রাস্তা দিয়ে যারাই গমন করেন তারা এ মনোরম দৃশ্য দেখে চেয়ারম্যান সাহেবের প্রশংসা করেন। এ অনন্য সাধারণ কাজের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরুস্কৃত হন। চেয়াম্যানের এ ধরণের কর্মকান্ড পরিবেশ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | সংরক্ষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। যেম-আছে গাছ-পালা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি। এ সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের পরিবেশকে বাসোপযোগী ও ভারসাম্য করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এ পরিবেশকে সংরক্ষণ করা, বিনষ্ট না করাকেই পরিবেশ সংরক্ষণ বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | পরিবেশ সংরক্ষণ। |
| ঘ | ৪ | উচতর দক্ষতা | শ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | খেদমতে খালক।<br>খেদমত শব্দের অর্থ সেবা করা, যত্ন নেয়া, পরিচর্যা করা। আর 'খালক' অর্থ সৃষ্টি জগত, সৃষ্টি জীব। সুতরাং খিদমতে খালক অর্থ সৃষ্টির সেবা করা। ব্যবহারিক অর্থে 'শুধু মানুষকে নয়, বরং নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জীব ও জড় বস্তুর প্রতি মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তব্য পালনের নামই হচ্ছে 'খিদমতে খালক' বা সৃষ্টির সেবা।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, একদিন জনাব আরমান 'অ' গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেনদড়ি দিয়ে বাঁধা একটি গরু একটি গাছের সাথে প্যাঁচিয়ে ফাঁস লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে আছে। তিনি তাড়াতাড়ি গরুটিকে দড়ির প্যাঁচ খুলে গাছ থেকে দূরে সরিয়ে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিলেন। আরমানের এ ধরণের কর্মকান্ডটি সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন বা খেদমতে খালকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।<br>খেদমতে খালকের গুরুত্ব :<br>● আল্লাহর করুণা লাভ : সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে আল্লাহর অপর করুণা লাভ করতে পারে। যে মানুষ অপরের প্রতি দয়া প্রর্শন করে না, সে আল্লাহর করুণা ও দয়া পায় না। মহানবী সা: তাই তো বলেছেন,'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না।' তিনি আরো বলেছেন,'তোমরা পৃথিবীবাসির প্রতি দয়া করুণা কর, তাহলে আকাশবাসীও তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন। সুতরাং আমাদের সকলের উচিৎ সৃষ্টির প্রতি দয়া করা।<br>● আল্লাহর সাহায্য লাভ<br>● আল্লাহর নির্দেশ পালন<br>● জান্নাত লাভ |
| | | প্রয়োগ | ারণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, একদিন জনাব আরমান 'অ' গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেনদড়ি দিয়ে বাঁধা একটি গরু একটি গাছের সাথে প্যাঁচিয়ে ফাঁস লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে আছে। তিনি তাড়াতাড়ি গরুটিকে দড়ির প্যাঁচ খুলে গাছ থেকে দূরে সরিয়ে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিলেন। আরমানের এ ধরণের কর্মকান্ডটি সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন বা খেদমতে খালকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | খেদমত শব্দের অর্থ সেবা করা, যত্ন নেয়া, পরিচর্যা করা। আর 'খালক' অর্থ সৃষ্টি জগত, সৃষ্টি জীব। সুতরাং খিদমতে খালক অর্থ সৃষ্টির সেবা করা। ব্যবহারিক অর্থে 'শুধু মানুষকে নয়, বরং নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জীব ও জড় বস্তুর প্রতি মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তব্য পালনের নামই হচ্ছে 'খিদমতে খালক' বা সৃষ্টির সেবা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | খেদমতে খালক। |

১০। আবির সাহেব তীব্র শীতেও প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অজু করে মসজিদে যান। তার নাতনী রুমা বলল, 'দাদু এ শীতের সকালে এত কষ্ট করে মসজিদে যেতে হয় কেন? আবির সাহেব বললেন, 'আমি এমন একটি ইবাদত পালনের জন্য যাই যা মু'মিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ এবং এ ইবাদত পালনে গুণাহ মাফ হয়ে যায়।' রুমা বলল,'আমার বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক বলেছেন মুসলমানদের মৌলিক ইবাদতের মাঝে এমন একটি ইবাদত আছে যার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দিবেন।'

ক) যাকাত অর্থ কী? ১

খ) 'আমি জিন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ) আবির সাহেব কোন মৌলিক ইবাদত পালন করেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ) ধর্মীয় শিক্ষকের বক্তব্যে যে ইবাদতের উল্লেখ করা হয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | যাকাত শব্দের অর্থ পুত-পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি-পরিচ্ছন্নতা, ক্রম-বৃদ্ধি ও বেড়ে যাওয়া। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।<br>মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইবাদতের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানবজাতি। তিনি মানবজাতিকে পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে প্রেরণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গুণ-গরিমায় অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি জিন ও মানুষকে আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' ইবাদত বলতে মানুষের গোটা জীবনকে তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক পরিচালনা করে সব ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম আহকাম মেনে চলাকে বুঝায়। তিনি আমাদের প্রভূ-মালিক। আর এ নিখিল বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি, তিনি সবই আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সবই আমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন। আর আমাদেরকে তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,'আমি মানুষ ও জিন জাতিকে একমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | সালাত।<br>'সালাতের মাধ্যমে যেহেতু বান্দা প্রভূর নিকট দো'য়া, দয়া, ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, তাই একে সালাত বলা হয়।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আবির সাহেব তীব্র শীতেও প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অজু করে মসজিদে যান। তার নাতনী রুমা বলল, 'দাদু এ শীতের সকালে এত কষ্ট করে মসজিদে যেতে হয় কেন? আবির সাহেব বললেন, 'আমি এমন একটি ইবাদত পালনের জন্য যাই যা মু'মিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ এবং এ ইবাদত পালনে গুণাহ মাফ হয়ে যায়।' একমাত্র সালাতকে মু'মিনের মিরাজ বলা হয়েছে। তাই আবির সাহেবের ইবাদতটি নামাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | 'সালাতের মাধ্যমে যেহেতু বান্দা প্রভূর নিকট দো'য়া, দয়া, ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, তাই একে সালাত বলা হয়। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | সালাত। |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | সাওম।<br>ইসলামী পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক হতে সাওমের নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলা হয়।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রুমা বলল,'আমার বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক বলেছেন মুসলমানদের মৌলিক ইবাদতের মাঝে এমন একটি ইবাদত |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | আছে যার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দিবেন।' আর আল্লাহর রাসূল সাঃ হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, রোজা আমার জন্য আর আমি নিজেই তার পুরুস্কার দেব।' সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষকের বক্তব্যে রোজার কথা বলা হয়েছে।<br>সাওমের গুরুত্ব :<br>● সাওম ফরজ ইবাদত<br>● আত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে<br>● তাকওয়া সৃষ্টি করে<br>● আল্লাহর প্রেমের নিদর্শন<br>● রোজা ঢালস্বরূপ<br>● রোজা মুক্তির উপায়<br>● রোজা চরিত্র গঠনে সাহার্য্য করে<br>● আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করাবে<br>● আল্লাহর সাথে যোগসুত্র সৃষ্টি করে<br>● সংযম ও আত্ম শক্তি অর্জন করে<br>● সবর বা ধৈর্যশীলতা অর্জন হয়<br>● ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশীলন<br>● নাজাত ও জান্নাত লাভের মাধ্যম |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রুমা বলল,'আমার বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক বলেছেন মুসলমানদের মৌলিক ইবাদতের মাঝে এমন একটি ইবাদত আছে যার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দিবেন।' আর আল্লাহর রাসূল সাঃ হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, রোজা আমার জন্য আর আমি নিজেই তার পুরুস্কার দেব।' সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষকের বক্তব্যে রোজার কথা বলা হয়েছে। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | ইসলামী পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক হতে সাওমের নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলা হয়। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | সাওম। |

১১।'ড. আসিফুল্লাহ বলেন,'মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টান যা-ই বলা হোক না কেন আদি পিতা-মাতার দিক থেকে এক অনন্য বন্ধনে আমরা সবাই আবদ্ধ। এটা এক প্রকার রক্তের বন্ধনও বটে। আমরা একে অপরের সহযোগিতায় নিমগ্ন থাকলে অধিকতার শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতির সোপানে আরোহন করতে পারে।' তার বক্তব্য শুনে ড. আমিন বলেন,'মানুষ মাত্রই একটি সুনিদিষ্ট অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাই শুধু পারস্পরিক সহযোগিতা নয়, বরং কোন মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু যেন কারো দ্বারা কোনভাবে বিগ্নিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ।'

ক) মুবাল্লিগ শব্দের অর্থ কী? ১
খ) 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদোস্তি নেই'- ব্যাখ্যা কর। ২
গ) ড. আসিফুল্লাহর বক্তব্যে তোমার পাঠ্য বইয়ে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) ড. আমিন যে বিষয়ের প্রতি ঈঙ্গিত করেছেন তা সংরক্ষণে ইসলামের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

| প্রশ্ন | নম্বর | দক্ষতা | শিক্ষার্থীরা পারবে | প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা |
|---|---|---|---|---|
| ক | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | মুবাল্লিগ আরবী শব্দ। এটি 'বালাগা' শব্দ থেকে এসেছে। 'বালাগা' শব্দের অর্থ-পৌঁছান। আর যিনি ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছান, তাকে মুবাল্লিগ বলে। |
| খ | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা | 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদোস্তি নেই'।<br>ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা। মনুষ শয়তানের প্রলোভনে আল্লাহর সত্য-সুন্দর এ দ্বীনকে ভুলে গিয়ে নানাবিধ পাপাচারে নিমজ্জিত ও নিপতিত হয়ে পড়ে। এ থেকে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য যুগে যগে অসংখ্য নবী ও রাসূলকে এ ধরাধামে আগমন করেন। তারা মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব কবুলে জন্য দাওয়াত দেন। এ দাওয়াতের ধারা চিরকালীন। এ দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে কোন প্রকার জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,'ধর্মে জবরদস্তি বাড়াবাড়ি নেই।' সূরা বাকারা-২৫৬। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসীরগণ বলেন, দীন গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি করা যাবে না। তবে দীন গ্রহনের পর যদি কোন মুসলমান দীনের কাজ করতে অবহেলা করে তাহলে তাকে জবরদস্তি করা যাবে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদোস্তি নেই'। |
| গ | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি-দর্শন।<br>ইসলামের আন্তর্জাতিকতার গোড়ার কথা হলো,'বিশ্ব মানবমন্ডলী এক উৎস থেকে উৎসারিত। পৃথিবীর প্রথম থেকে সকল মানুষ একই পিতামাতা হযরত আদম আ. এবং হাওয়া আ.-এর বংশধর। মহান আল্লাহ বলেন,'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বহু গোত্রে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।' মহানবী সাঃ বলেন,'তোমরা সকলেই আদম হতে সৃষ্টি, আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট।' আল্লাহ বলেন,'সকল মানুষ একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত।' আর বিশ্বনবী সাঃ বলেছেন,'আমি বিশ্বের সকল মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছি।' এটাই ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি দর্শন।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, 'ড. আসিফুল্লাহ বলেন,'মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টান যা-ই বলা হোক না কেন আদি পিতা-মাতার দিক থেকে এক অনন্য বন্ধনে আমরা সবাই আবদ্ধ। এটা এক প্রকার রক্তের বন্ধনও বটে। আমরা একে অপরের সহযোগিতায় নিমগ্ন থাকলে অধিকতার শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতির সোপানে আরোহন করতে পারে।' আসিফেরবক্তব্যে ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতির নিদর্শন ফুটে উঠেছে। |
| | ২ | অনুধাবণ | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | ইসলামের আন্তর্জাতিকতার গোড়ার কথা হলো,'বিশ্ব মানবমন্ডলী এক উৎস থেকে উৎসারিত। পৃথিবীর প্রথম থেকে সকল মানুষ একই পিতামাতা হযরত আদম আ. এবং হাওয়া আ.-এর বংশধর। মহান আল্লাহ বলেন,'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বহু গোত্রে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।' মহানবী সাঃ বলেন,'তোমরা সকলেই আদম হতে সৃষ্টি, আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট।' আল্লাহ বলেন,'সকল মানুষ একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত।' আর বিশ্বনবী সাঃ বলেছেন,'আমি বিশ্বের সকল মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছি।' এটাই ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি দর্শন। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি-দর্শন। |
| ঘ | ৪ | উচ্চতর দক্ষতা | বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা | মানবাধিকার।<br>মানুষ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এ বৃত্তিগুলো স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চিরন্তন। মানুষ চিন্তা করতে পারে, কথা বলতে পারে এবং স্বাধীনভাবে চরাফেরা করতে পারে। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো আল্লাহ প্রদত্ত। এ বৃত্তিগুলো সংরক্ষণ ও বিকাশে মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। মানুষের এ অধিকারগুলোকে মানবাধিকার বলে।<br>**অথবা**, মানুষের সহজাত কিছু অধিকার রয়েছে, যেমন-স্বাধীনতা, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ন্যায়বিচার, বিশ্বশান্তি, মানুষের সহজাত মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এ অধিকারগুলোকে একত্রে মানবাধিকার বলে।<br>উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ড. আমিন বলেন,'মানুষ মাত্রই একটি সুনির্দিষ্ট অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাই শুধু পারস্পরিক সহযোগিতা নয়, বরং কোন মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু যেন কারো দ্বারা কোনভাবে বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ।'<br>ড. আমীনের বক্তব্যে মানবাধিকারের কথাই ফুটে উঠেছে।<br>মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামের ভূমিকা :<br>মানবাধিকার ও মর্যাদার অস্বীকৃতির কারণেই স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, ন্যায়বিচার ব্যাহত হয় এবং বিশ্বশান্তি হুমকির মখোমুখি হয়। শ্রেষ্টত্বের অহংকারে গর্বিত জাতি পশ্চাদপদ জাতিকে শাসনের মোগ্য মনে করে হামলা করে, নিজস্ব আইন বাস্তবায়ন করে। তাই মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-<br>● মানুষের সম-মর্যাদা ও অধিকার : ইসলাম মানুষের মর্যাদার উপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছে।এ বিশ্বের সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে মর্যাবান হচ্ছে মানুষ। মাটির তৈরি মানুষকে তিনি নূরের তৈরি ফিরিশতাদের দ্বারা সেজদার মাধ্যমে সম্মানিত হরেছেন। মানুষ মহান আল্লাহ তা'য়ালার এক সতন্ত্র ও বিশেষ সৃষ্টি। সকল সৃষ্টির তুলনায় মানুষকে উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি জগতের সমস্ত নেয়ামত ও শক্তিসমুহ মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে তার সেবায় নিয়জিত করেছেন। ইসলামে ধর্ন-গরীব, উচু-নিচু, সাদা-কালো, আরব-অনারব, প্রাচ্য-প্রতিচ্য কোন ভেদা-ভেদ নেই। ইসলামী আদর্শ অনুসারে সমগ্র মানবসমাজ<br>এক জাতি। তারা সকলেই আদম সন্তান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল সাঃ বলেছিলেন,'কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোন আরবের উপর কোন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব, শুধু তাকওয়া ছাড়া।' 'তোমরা সবাই আদম সন্তান, আর আদম মাটির তৈরি।'<br>● স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার : ইনলামে মানুষের জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। আল্লাহ বলেন,'আল্লাহ যে জীবনকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করো না।' ইসলামে মানবজীবন অসংগত কারণে হরণ করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন, নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করলো।' 'দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করি এবং বিশেষত তাদেরও।' মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মহানবী সাঃ বলেন,'তোমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের উপর হারাম করা হলো। তোমাদের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, অনুরূপভাবে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পরের হত্যাকারী হয়ে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যেয়ো না।'<br>● বিচার পাবার অধিকার : ইসলামী শাসনে প্রতিটি মানুষের ন্যায়বিচার পাবার অধিকার রয়েছে। খুনের বদলে খুন, ব্যভিচারের শাস্তি, চৌর্যবৃত্তির শাস্তি আপাততদৃষ্টিতে নিষ্ঠুর মনে হলেও সমাজে স্থায়ী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | শান্তি আনার জন্য ন্যায়বিচারের বিকল্প নেই। ইনসাফ ও সাম্যনীতি ইসলামী বিচারব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন,'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে।' 'তুমি তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করলে সু-বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সু-বিচারকারীকে ভালোবাসেন।'<br>● ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকার : ইসলামে হালাল উপায়ে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। তবে এ ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত সমস্ত অধিকার ও কর্তব্য পালন করতে হবে। ইসলামী শরীয়তে ব্যক্তির মালিকানা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপমুক্ত থাকবে। আল্লাহ বলেন,'তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।'<br>● চিন্তা, বিবেক-বিশ্বাস ও ধর্মের স্বাধীনতা : ইসলাম মানুষের বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। আল্লাহ বলেন,'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সু-স্পষ্ট হয়ে গেছে।' 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন।'<br>● ইসলামে সত্যের পথে মানুষকে আহবান জানানো হয়, সত্য গ্রহণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয় কিন্তু ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে সকলে নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ভোগ করে। |
| | ৩ | প্রয়োগ | স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা | উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ড. আমিন বলেন,'মানুষ মাত্রই একটি সুনির্দিষ্ট অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাই শুধু পারস্পরিক সহযোগিতা নয়, বরং কোন মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু যেন কারো দ্বারা কোনভাবে বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ।'<br>ড. আমীনের বক্তব্যে মানবাধিকারের কথাই ফুটে উঠেছে। |
| | ২ | অনুধাবন | ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা | মানুষ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এ বৃত্তিগুলো স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চিরন্তন। মানুষ চিন্তা করতে পারে, কথা বলতে পারে এবং স্বাধীনভাবে চরাফেরা করতে পারে। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো আল্লাহ প্রদত্ত। এ বৃত্তিগুলো সংরক্ষণ ও বিকাশে মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। মানুষের এ অধিকারগুলোকে মানবাধিকার বলে।<br>**অথবা**, মানুষের সহজাত কিছু অধিকার রয়েছে, যেমন-স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, বিশ্বশান্তি, মানুষের সহজাত মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এ অধিকারগুলোকে একত্রে মানবাধিকার বলে। |
| | ১ | জ্ঞান | ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা | মানবাধিকার। |

৬৮

১২। ইয়াসির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়ন করে। ইয়াসিরের ছোট বোন রহিমা তাকে বলে-ভাইয়া তুমি কোন বিষয়ে পড়? ইয়াসির বলল, আমি এমন একটি বিষয়ে অধ্যয়ন করি যাতে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য সম্পর্কে জানা যায় এবং ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় জানা যায়। ইয়াসিরের পিতা গ্রামের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ান। তিনি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কাজ করতে হয় যথা : সার্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণ করা, কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, কারো সাথে দেখা হলে সালাম দেয়া, মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ইত্যাদি শিক্ষা দেন।

**(ক) ইসলাম শব্দের অর্থ কী?** ১

**উত্তর :** ইসলাম শব্দের অর্থ-আত্মসমার্পণ করা, আনুগত্য করা।

**(খ) 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ'- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** রাসূল সা: বলেছেন,'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ'।

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক, যতটুকু জ্ঞান শিক্ষা করলে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। আর ইসলামের মৌলিক বিষয় বলতে মূল আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতকে বুঝায়। এছাড়া ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল-হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারে। জ্ঞান অর্জন ইসলাম বুঝার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। জ্ঞানের উপর ইসলামের অস্তিত্ব, কল্যাণ ও উৎকর্ষতা নির্ভর করে। কাজেই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে সতর্ক থাকতে হবে। এ কারণেই রাসূল সা: জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ'। সুতরাং মুসলমান হিসেবে আমাদের সকলকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

**(গ) ইয়াসিরের অধীত বিষয়টি তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর।** ৩

**উত্তর :** ইসলাম শিক্ষা।

যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে।

**অথবা**, 'ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষা-ই হলো, ইসলাম শিক্ষা।

**অথবা**, 'ধর্ম বিষয়ক যে কোন জ্ঞানকে ইসলাম শিক্ষা বলা হয়।'

**অথবা**, 'ইসলামী শিক্ষা এমন একটি বিষয়-যার পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন, অনুশীলন, চর্চা ও গবেষণা করলে আল্লাহর দেয়া পরিপূর্ণ জীবন বিধান-দ্বীন ইসলামের স্বরূপ এর প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, জ্ঞান লাভ করা যায়, উপলব্ধি করা যায় এবং সে মোতাবেক স্বীয় জীবন গঠন ও পরিচালনা করে আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফতের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার দিকনির্দেশনা, মানসিক তাদি ও অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়, তাকে ইসলাম শিক্ষা বলে।

**অথবা**, Islamic studies is the compilet and comprehensive syestem of education which does not deffer dignity, honesty and spirituality from human life. 'ইসলাম শিক্ষা এমন একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা যা সততা, আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতা থেকে মানুষের পার্থিব জীবনকে আলাদা করে দেখে না।'

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াসির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়ন করে। ইয়াসিরের ছোট বোন রহিমা তাকে বলে-ভাইয়া তুমি কোন বিষয়ে পড়? ইয়াসির বলল, আমি এমন একটি বিষয়ে অধ্যয়ন করি যাতে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য সম্পর্কে জানা যায় এবং ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় জানা যায়। ইয়াসির যে বিষয়ে উপর অধ্যয়ন করেন তা আমার পাঠ্য বইয়ের ইসলাম শিক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**(ঘ) ইয়াসিরের পিতা যে বিষয়টি শিক্ষা দেন মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।** ৪

**উত্তর :** ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবন পদ্ধতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াসিরের পিতা গ্রামের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ান। তিনি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কাজ করতে হয় যথা : সার্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণ করা, কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, কারো সাথে দেখা হলে সালাম দেয়া, মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ইত্যাদি শিক্ষা দেন। তার এ ধরণের শিক্ষাদান ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব :

- ঈমানের রক্ষাকবচ
- জাতীয় সত্তার অস্তিত্বের জন্যে
- ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা
- ইহ-পরকালীন মুক্ত ও সাফল্য
- বিশ্বমানবতার উন্নয়নে ইসলামী সংস্কৃতি

সুতরাং মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি মেনে চলা একান্ত কর্তব্য।

১৩। চাকরিজীবী আফিফা সম্প্রতি একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। যার নাম রাখা হয় আয়েশা। আয়েশার জন্মের পর সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ছয় মাস পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ ছাড়া শিশুকে অন্য কোন খাবার দিতে মা-বাবাকে নিরুৎসাহিত করেন। ডাক্তারের পরামর্শ বিবেচনা করে আফিফা

যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর ছয় মাসের ছুটির জন্য আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ কেবল একমাসের ছুটি মঞ্জুর করে। এতে আফিফা সন্তুষ্ট হতে না পেরে চাকরী ত্যাগ করেন এবং আয়েশাকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনে মনোনিবেশ করেন। আফিফার স্বামী রায়হান একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে হাসি মুখে বাসায় ফিরেন। খোঁজ-খবর নেন আফিফার শরীরের, তার সাথে উত্তম ব্যবহার করেন এবং কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। তার এরূপ ব্যবহারে আফিফা নিজকে ধন্য মনে করেন এবং গৌরব বোধ করেন।

**(ক) ইসলামী পরিবার কী?** ১

**উত্তর :** ইসলামী পরিভাষায়, 'যে পরিবার ইসলামী ভাবাধারা, ইসলামী নীতিমালা ও ইসলামী বিধি-বিধানের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী পরিবার বলে। ইসলামী পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কোন অমুসলিম ইসলামী পরিবারের সদস্য হতে পারবে না।'

**(খ) 'পিতা-মাতাই তোমার জান্নাত এবং পিতা-মাতাই তোমার জাহান্নাম'- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** 'পিতা-মাতা উভয় তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম'।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত-কর্তব্য কতটুকু তা বুঝানর জন্য রাসূল সাঃ উপরিক্ত কথাটি বলেছেন। সবসময় পিতা-মাতাকে সন্তুষ্টি রাখা সন্তানের একান্ত কর্তব্য। পিতা-মাতা যাতে সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারেন সন্তানদেরকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্তানের এমন কোন কাজ করা উচিৎ নয় যাতে পিতা-মাতার মনে আঘাত লাগে। হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।' পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝানর জন্য আল্লাহর রাসূল সাঃ আরো বলেন,'পিতা-মাতা তোমার বেহেশত ও দোযখ।'

**(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত আফিফার কর্মকান্ড তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।** ৩

**উত্তর :** সন্তানের প্রতি মাতার দায়িত্ব কর্তব্য।

ইসলামী পরিবারে সন্তান লালন পালনের জন্য মাতা হিসেবে যে সকল দায়িত্ব অর্পিত হয়, সে দায়িত্বগুলোকে সন্তানের প্রতি মাতার দায়িত্ব কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, চাকরিজীবী আফিফা সম্প্রতি একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। যার নাম রাখা হয় আয়েশা। আয়েশার জন্মের পর সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ছয় মাস পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ ছাড়া শিশুকে অন্য কোন খাবার দিতে মা-বাবাকে নিরুৎসাহিত করেন। ডাক্তারের পরামর্শ বিবেচনা করে আফিফা যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর ছয় মাসের ছুটির জন্য আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ কেবল একমাসের ছুটি মঞ্জুর করে। এতে আফিফা সন্তুষ্ট হতে না পেরে চাকরী ত্যাগ করেন এবং আয়েশাকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনে মনোনিবেশ করেন। এ ধরণের আচরণ মাতা হিসেবে আয়েশার প্রতি আফিফার একান্ত ায়িত্ব কর্তব্যের শামীল।

**(ঘ) শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবার গঠনে রায়হানের আচরণের প্রভাব মূল্যায়ন কর।** ৪

**উত্তর :** স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্যে।

ইসলামে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এ দায়িত্ব পালন করাই হলো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্যে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আফিফার স্বামী রায়হান একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে হাসি মুখে বাসায় ফিরেন। খোঁজ-খবর নেন আফিফার শরীরের, তার সাথে উত্তম ব্যবহার করেন এবং কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। তার এরূপ ব্যবহারে আফিফা নিজকে ধন্য মনে করেন এবং গৌরব বোধ করেন। রায়হানের এ ধরণের আচরণ স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবার গঠনে রায়হানের আচরণের প্রভাব নিম্নে মূল্যায়ন করা হলো-

- স্ত্রীকে জীবনের প্রিয়তমা সঙ্গী করে নেয়া
- স্ত্রীর ভোরণ-পোষণ দেয়া
- উত্তম ব্যবহার করা
- প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করা
- অন্যায়কে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা
- মোহরানা আদায় করাস্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুন্ন না করা
- রুক্ষ কর্কশ ব্যবহার না করা
- ঘৃণা না করা
- স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য শাসন করা
- স্তীর গোপনীয়তা রক্ষা করা
- সুসম ব্যবহার করা
- সামগ্রীকভাবে স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হওয়া
- স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করা

- সম-মর্যাদা দান করা
- সদুপদেশ দান করা
- স্ত্রীদের সম্পদ গ্রাস না করা
- চরিত্রবান হওয়া
- নির্দোষ হাসি তামাশা করা
- উপহার উপঢৌকন প্রদান করা
- বেশি দিন প্রবাসে না থাকা
- তালাকের অধিকার দান করা
- স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা

১৪। আবির ও আদিব দুই বন্ধু কলেজ শেষে একটি রেস্টুরেন্টে বসে নাস্তা করছিল। হঠাৎ আবিরের অন্য এক বন্ধু রফিক মোবাইল ফোনে তাকে কোথায় আছে জানতে চাইলে সে বলল, 'আমি বাসায়'। তখন আদিব বলল, 'রফিকের সাহচর্য যথাসম্ভব ত্যাগ করবে। কারণ সে কিছু বাজে ছেলের সাথে মেলামেশা করে। মাঝে মাঝে অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে।'

**(ক) জুয়া কী?** ১

**উত্তর :** জুয়া জঘন্যতম সামাজিক অনাচার। জুয়াকে কুরআন মজিদের ভাষায় 'মাইসির' বলা হয়। 'মাইসির' শব্দের অর্থ-সহজ উপার্জন। অন্যায়ভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অপরকে বঞ্চিত করে যে অর্থ উপার্জিত হয়, তাকে জুয়া বলা হয়।

**(খ) ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

ধুমপান করলে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিড়ি, সিগারেট উগ্র নিকোটিনের বিষে ভরা। দু'টো সিগারেটের নিকোটিন যদি ইনজেকশান দ্বারা সুস্থ্য মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তাছাড়া ধুমপানে বিভিন্ন জীবনঘাতি রোগ সৃষ্টি করে। যেমন-যক্ষা, ব্রন্কাইটিস, ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্টিক, আলচার, ফুসফুসে ক্যান্সার ও হৃদরোগ হয়ে থাকে। এতে মানুষের মৃত্যু হয়। তাই বলা হয়, ধুমপান স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর।

**(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত আবিরের বক্তব্যের মাধ্যমে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।** ৩

**উত্তর :** মিথ্যা।

কোন ঘটনা বা বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করাকে  মিথ্যা বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আবির ও আদিব দুই বন্ধু কলেজ শেষে একটি রেস্টুরেন্টে বসে নাস্তা করছিল। হঠাৎ আবিরের অন্য এক বন্ধু রফিক মোবাইল ফোনে তাকে কোথায় আছে জানতে চাইলে সে বলল, 'আমি বাসায়'। অথচ সে তখন রেস্টুরেন্টে নাস্তা করছিল। সুতরাং এটা মিথ্যার শামীল।

**(ঘ) আবিরের প্রতি আদিবের পরামর্শ প্রদানের পদ্ধতি কী যথার্থ? এ জাতীয় কাজের পরিণতি বিশ্লেষণ কর।** ৪

**উত্তর :** যথার্থ। আর তা হেলা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা।

সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি বন্ধু খারাপ প্রকৃতির হয়, তাকেই অসৎসঙ্গ  বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আদিব বলল, 'রফিকের সাহচর্য যথাসম্ভব ত্যাগ করবে। কারণ সে কিছু বাজে ছেলের সাথে মেলামেশা করে। মাঝে মাঝে অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে।' এ পরামর্শ দ্বারা আদিব রফিককে অসৎসঙ্গ করার পরামর্ম দিয়েছে। এবং এ পরামর্শ যথার্থ।

অসৎসঙ্গের পরিণতি নিম্নে আরোচনা করা হলো-

সৎ সঙ্গীর সাথে চললে সৎ হওয়া যায়। কিন্তু অসৎ সঙ্গীর সাথে চললে অসৎ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা কথায় বলে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। মহানবী সাঃ বলেছেন, অসৎ সঙ্গীর চেয়ে একাকীত্ব ভালো, আর একাকীত্বের চেয়ে সৎ সঙ্গী ভালো।'কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা মন্দ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম জাফর সাদিক বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির সাথে বন্দুত্ব করবে না। ১. মিথ্যাবাদী ২. নির্বোধ ৩. পাপাচারী ৪. ভীরু ৫. কৃপণ।

১৫। নাবিল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। একদিন সে ঢাকা শহরে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিল। ভোর বেলা বাস থেকে নামার পর একটি রিক্সাযোগে গন্তব্যের দিকে রওনা হলো। রিক্সা ড্রাইভার তাকে নিকটবর্তী রাস্তা দিয়ে নিচ্ছে বলে পূর্ব পরিকল্পনা মতো একটি চিকুন গোলি দিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিমধ্যে কয়েকজন যুবক রিক্সার গতিরোধ করে তার সাথে থাকা মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। এরপর তাদের একজন জিজ্ঞাসা করে বলল, 'তোমার কাছে আর কিছু আছে কী? তখন নাবিল বলল,'আমার জামার ভিতরের পকেটে আরো পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে।' তার এরূপ সরল স্বীকারোক্তি শুনে যুবকরা বিস্মিত হলো।

**(ক) ইসলামের বুনিয়াদী আমল কয়টি? কী কী?** ১

**উত্তর :** ইসলামের বুনিয়াদী আমল চারটি। যথা-নামাজ, রোজ, হজ্জ ও যাকাত।

**(খ) 'সাওম আমার জন্য, আর আমি এর প্রতিদান দেব'- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** 'সাওম আমার জন্য, আর আমি এর প্রতিদান দেব'।

রাসুল সাঃ এ হাদীসের মাধ্যমে সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। কেননা সকল সৎ কাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু সাওম এর বিপরীত। কেননা হাদীসে কুদসীতে রাসূল সাঃ বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,'রোজা আমার জন্য, আর আমি এর প্রতিদান দেব।' যেহেতু সাওয়াবের আশায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করা হয়। সেহেতু আল্রাহ তা'য়ালা রোজাদারের পূর্বের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেন। তাছাড়া রোজা এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ বুঝতে পারে না।

**(গ) নাবিলের বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।** ৩

**উত্তর :** সত্যবাদীতা।

সাধারণ ভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদীতা বলা হয়।

পরিভাষায়, 'বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করাকে সত্যবাদীতা বলে।

**অথবা**, কোন ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা বিকৃত ব্যতিরেকে হুবহু বা অকিল বর্ণনা করাকে 'সিদক' বা সত্যবাদীতা বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ছিনিয়ে নেওয়া যুবকদের একজন জিজ্ঞাসা করে বলল, 'তোমার কাছে আর কিছু আছে কী? তখন নাবিল বলল,'আমার জামার ভিতরের পকেটে আরো পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে।' তার এরূপ সরল স্বীকারোক্তি শুনে যুবকরা বিস্মিত হলো। নাবিলের এ ধরণের স্বীকারোক্তি সত্যবাদীতার শামীল।

**(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত রিক্সা ড্রাইভারের আচরণের কুফল তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।** ৪

**উত্তর :** প্রতারণা।

প্রতারণা মানে ঠকানো বা ফাঁকি দেয়া। বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভেজাল দেয়া, পণ্য দ্রব্যের দোষ গোপন করা, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেয়া, মাপে বা ওজনে কম দেয়া, বেশি দামের জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে বিক্রি করাকে প্রতারণা বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, নাবিল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। একদিন সে ঢাকা শহরে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিল। ভোর বেলা বাস থেকে নামার পর একটি রিক্সাযোগে গন্তব্যের দিকে রওনা হলো। রিক্সা ড্রাইভার তাকে নিকটবর্তী রাস্তা দিয়ে নিচ্ছে বলে পূর্ব পরিকল্পনা মতো একটি চিকুন গোলি দিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিমধ্যে কয়েকজন যুবক রিক্সার গতিরোধ করে তার সাথে থাকা মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। রিক্সা ড্রাইভারের এ আচরণ প্রতারণার শামীল।

প্রতারণা একটি মারাত্মক চারিত্রিক দোষ। প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা বিরোধী অত্যন্ত ঘৃর্ণিত ও গর্হিত কাজ। এটা সমাজদ্রোহী পাপ। নিম্নে এর কুফলগুলো উল্লেখ করা হলো-

- প্রতারণা সমাজদ্রোহী পাপ
- ইসলামে প্রতারণার কোন স্থান নেই
- প্রতারকের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিশাপ
- প্রতারণা দ্বারা অর্জিত জীবিকা হারাম
- প্রতারণা মুনাফিকের আলামত
- প্রতারণাকারীর ধ্বংস অনিবার্য
- প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় হারাম
- প্রতারক ঈমানদার হতে পারে না
- প্রতারণা মিথ্যার নামান্তর
- প্রতারণা তাকওয়া বিরোদী

১৬। আনোয়ার ও সরোয়ার দুই বন্ধু। তারা ইসলামের প্রখ্যাত মনীষীদের নিয়ে আলোচনা করছিল। আনোয়ার বলল,'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে একজন মনীষীর কার্যক্রম আমার মনে খুব রেখাপাত করে। যিনি রাজশাহী অঞ্চলে জীবনের সিংহ ভাগ দাওয়াতী কাজে অতিবাহিত করেন। তিনি বাগদাদ থেকে প্রথমে নোয়াখালী অঞ্চলে এসে দাওয়াতী কাজ শুর করেন। পরবর্তীতে নবী পথে রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসেন এবং জীবনের শেষ অবধি সেখানে সত্যের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তখন সরোয়ার বলল,'প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীদের মধ্যে একজন মনীষী আমার খুবই প্রিয়। তিনি ৯৮০ খ্রিঃ বুখারা অঞ্চলে আফসানা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা এ বিষয়ের বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত।

**(ক) 'তুহফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থের রচয়িতা কে?** ১

**উত্তর :** তুহফাতুল ফালাসিফা গ্রন্থের রচয়িতা হলেন-ইমাম আল গাজ্জালী।

**(খ) 'রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা সাারাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম '- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** 'রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা সাালাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম'

এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সা: জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর উম্মতদেরকে উৎসাহিত করেছেন। কারণ নফল ইবাদতের মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। শিক্ষাই মর্যাদার মাপকাঠি। এ কারণে রাসূল সা: বলেছেন,' 'রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম'। আর যে জ্ঞান অন্বেষণ করে তার অতীতের সকল মাফ হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের সকলকে জ্ঞান অন্বেষণ করা উচিৎ।

**(গ) আনোয়ারের বক্তব্যে কোন মনীষীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।** **৩**

**উত্তর :** হযরত শাহ মাখদুম রুপোষ।

তার প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্দুল কুদ্দুস। উপনাম শাহ শাখদুম রুপোষ এবং এ নামেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।তিনি রাজশাহী শহরের পাশে দরগাপাড়া মহল্লায় সমাহিত হয়ে আছেন। তিনি গৌরবর্ণের ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। অন্যান্য ইসলাম প্রচারকদের ন্যায় তিনি বাগদাদ ছেড়ে বাংলায় আসেন এবং বাগদাদে থাকতেই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আনোয়ার ও সরোয়ার দুই বন্ধু। তারা ইসলামের প্রখ্যাত মনীষীদের নিয়ে আলোচনা করছিল। আনোয়ার বলল,'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে একজন মনীষীর কার্যক্রম আমার মনে খুব রেখাপাত করে। যিনি রাজশাহী অঞ্চলে জীবনের সিংহ ভাগ দাওয়াতী কাজে অতিবাহিত করেন। তিনি বাগদাদ থেকে প্রথমে নোয়াখালী অঞ্চলে এসে দাওয়াতী কাজ শুর করেন। পরবর্তীতে নবী পথে রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসেন এবং জীবনের শেষ অবধি সেখানে সত্যের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আনোয়ারের বক্তব্যে হযরত শাহ মাখদুমের কথা বলা হয়েছে। তার সাথে হুবুহু মিল পাওয়া যায়।

**(ঘ) সরোয়ারের বক্তব্যে যে মনীষীর চিত্রাংকিত করা হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অবদান মূল্যায়ন কর।** **৪**

**উত্তর :** আত-তাবারি।

তিনি একজন মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ৯৮০ খ্রি: বুখারা অঞ্চলে আফসানা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তার লিখিত চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ 'ফিরদাউস আল হিকমা' ছিল আরবীতে লিখিত সর্বপ্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, তখন সরোয়ার বলল,'প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীদের মধ্যে একজন মনীষী আমার খুবই প্রিয়। তিনি ৯৮০ খ্রি: বুখারা অঞ্চলে আফসানা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা এ বিষয়ের বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত। এ বর্ণনা দ্বারা মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আত-তারাবীর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে তার অবদান অনিস্বীকার্য।

১৭। মাহমুদার তিন সন্তানের মধ্যে রাজিয়া চোখে দেখে না। তিনি তাকে খুবই আদর করেন এবং অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় অধিতকার যত্নসহকারে লালন পালন করেন। অন্য সন্তানদের মতো তিনি তাকে শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠশালায় নিয়ে যান। রাজিয়ার প্রতি দায়িত্ব পালনে মাহমুদা কখনো অবহেলা করেন না। মাহমুদার স্বামী জনাব আশফাক দেশের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে চাকরী করেন। সম্প্রতি মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরত্ব বেড়ে গেলে তিনি তা প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার এ উদ্যোগের ফলে মানুষ মাদকের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি লাভ করে।

**(ক) ইমাম গাজ্জালীর মতে তাকওয়ার সোপান কয়টি?** **১**

**উত্তর :** ইমাম গাজ্জালীর মতে তাকওয়ার সোপান চারটি।

**(খ) 'হালাল উপার্জন একটি ফরজ ইবাদত'- ব্যাখ্যা কর।** **২**

**উত্তর :** 'হালাল উপার্জন একটি ফরজ ইবাদত'

হালাল উপার্জন অন্যতম ফরজ কাজ। মহানবী সা: বলেছেন,' হালাল রুজি অন্বেষণ করা ফরজের পরেও একটি ফরজ।' হালাল উপার্জন করার জন্য হযরত উমার রা: কঠোরভাবে নির্দেশ দান করে বলেন,'তোমাদের কেউ যেন জীবিকার্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহ হয়ে বসে না থাকে।' তাছাড়া ইবাদত কবুলে পূর্ব শর্ত হলো হালাল উপার্জন করা। রাসূল সা: বলেছেন,'যে দেহ হারাম দ্বারা গঠিত, তার ইবাদত কবুল হবে না।' সুতরাং হালাল উপার্জন একান্ত প্রয়োজন।

**(গ) মাহমুদার কার্যক্রম তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।** **৩**

**উত্তর :** প্রতিবন্ধীর অধিকার।

যে কোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়িভাবে কোন ব্যক্তির শরীরিক বা মানসিক বা বুদ্ধিগত বা বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্ত হন, তাকে প্রতিবন্ধী বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, মাহমুদার তিন সন্তানের মধ্যে রাজিয়া চোখে দেখে না। তিনি তাকে খুবই আদর করেন এবং অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় অধিতকার যত্নসহকারে লালন পালন করেন। অন্য সন্তানদের মতো তিনি তাকে শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠশালায় নিয়ে যান। রাজিয়ার প্রতি দায়িত্ব পালনে মাহমুদা কখনো অবহেলা করেন না। রাজিয়ার প্রতি মাহমুদার এ ধরণের আচরণ প্রতিবন্ধী হিসেবে তার মায়ের কর্তব্য পালন।

**(ঘ) 'দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে আশফাক সাহেবের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ'-পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রমাণ কর।** **৪**

**উত্তর : দেশ** প্রেম।

দেশের জনগণের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, দেশের প্রতি মানুষের ভালবাসা, প্রীতি ও স্নেহের যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তাকে দেশ প্রেম বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, মাহমুদার স্বামী জনাব আশফাক দেশের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে চাকরী করেন। সম্প্রতি মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরত্ব বেড়ে গেলে তিনি তা প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার এ উদ্দ্যোগের ফলে মানুষ মাদকের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি লাভ করে। আশফাকের এ ধরণের দায়িত্ব পালন দেশ প্রেমের শামীল।

দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। দেশপ্রেমের মূলেই রয়েছে দেশের ভূখন্ডকে ভালবাসা। দেশের তাহজীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি ও ইসলামী সংস্কৃতিকে ভালবাসা। দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করা। ইসলামের দৃষ্টিতে দেশ প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী সাঃ তাঁর দেশ ও মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন, মক্কার জনগণকে ভালবাসতেন। তাদের হেদায়েতের জন্য তিনি কঠিন অত্যাচার সহ্য করেন। সাহাবীদেরকে মহানবী সাঃ কাফেরদের অত্যাচারে আবিসিনিয়ায় হিযরতের অনুমতি প্রদান করলেও তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। পরিশেষে কাফিরদের অত্যাচার ষড়যন্ত্রের কারণে এবং আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তিনি যখন মদিনায় হিযরত করেন, তখন মক্কার দিকে বার বার ফিরে তাকান, আর কাতর কণ্ঠে বলেন,'হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার আপন গোত্রীয় লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' দেশপ্রেম মানুষকে দেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমিক নিজের জানমাল উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আলেমগণ বলেন,'দেশপ্রেম ঈমানের অংগ।' সুতরাং আশফাকের এ ধরণের দায়িত্ব পালন দেশ প্রেমের সাথে মিল রয়েছে।

১৮। জনাব মায়মুনা 'ক' এলাকার একজন সমাজ সেবিকা। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে একটি সার্বজনীন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে নেতা নির্বাচন করেন। চুক্তিতে বলা হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, কেউ কারোর উপর হস্তক্ষেপ করবে না। একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না। এক গোত্রের সাথে অপরগোত্রের বিরোধ হলে নেতৃবৃন্দ ফয়সালা করবে। এভাবে উক্ত এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব গোত্রের লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলতে লাগল।

**(ক) ইহসান কী?** ১

**উত্তর :** সাধারণ অর্থে-'সুন্দর ব্যবহার করা, উপকার করা, কষ্ট লাঘব করা, কোন কাজ সুন্দভাবে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করার নাম ইহসান।

**অথবা**, কারো সাথে ভালো ব্যবহার করা, কারো উপকার করাকে ইহসান বলে।

ইসলামের পরিভাষায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করাকে ইহসান বলে।

**(খ) 'যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না তাকে আল্লাহ দয়া করেন না'- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** 'যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না তাকে আল্লাহ দয়া করেন না'।

সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে আল্লাহর অপর করুণা লাভ করতে পারে। যে মানুষ অপরের প্রতি দয়া প্রর্শন করে না, সে আল্লাহর করুণা ও দয়া পায় না। মহানবী সাঃ তাই তো বলেছেন,'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না।' তিনি আরো বলেছেন,'তোমরা পৃথিবীবাসির প্রতি দয়া করুণা কর, তাহলে আকাশবাসীও তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন। সুতরাং আমাদের সকলের উচিৎ সৃষ্টির প্রতি দয়া করা।

**(গ) জনাব মায়মুনার উদ্দ্যেগে স্বাক্ষরিত চুক্তিটির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।** ৩

**উত্তর :** মদীনার সনদ।

মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী, দল ও উপদলের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ সাঃ একটি লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে খ্যাত।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব মায়মুনা 'ক' এলাকার একজন সমাজ সেবিকা। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে একটি সার্বজনীন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে নেতা নির্বাচন করেন। চুক্তিতে বলা হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, কেউ কারোর উপর হস্তক্ষেপ করবে না। একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না। এক গোত্রের সাথে অপরগোত্রের বিরোধ হলে নেতৃবৃন্দ ফয়সালা করবে। এভাবে উক্ত এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব গোত্রের লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলতে লাগল। মায়মুনার স্বাক্ষরিত চুক্তিটি আমার পাঠ্য বইয়ের মদীনার সনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**(ঘ) অসাম্প্রদায়িক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে উক্ত চুক্তির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।** ৪

**উত্তর :** সম্পাদিত চুক্তিটি হলো মদীনার সনদ।

মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী, দল ও উপদলের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ সাঃ একটি লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে খ্যাত।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব মায়মুনা 'ক' এলাকার একজন সমাজ সেবিকা। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে একটি সার্বজনীন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে নেতা নির্বাচন করেন। চুক্তিতে বলা হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন

করবে, কেউ কারোর উপর হস্তক্ষেপ করবে না। একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না। এক গোত্রের সাথে অপরগোত্রের বিরোধ হলে নেতৃবৃন্দ ফয়সালা করবে। এভাবে উক্ত এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব গোত্রের লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলতে লাগল। মায়মুনার স্বাক্ষরিত চুক্তিটি আমার পাঠ্য বইয়ের মদীনার সনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**মদীনা সনদের গুরুত্ব :**

- এ চুক্তির ফলে মদিনা রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হয়। নবী করীম সা:-কে মুসলিম ও অমুসলিমদের পকাষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধান স্বীকার করে নেয়া হয় এবং ইসলামী শরীয়তের বিধানকে দেশের প্রশাসনিক আইন হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। এভাবে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সমাজ গঠনের সূচনা করেন।
- রাসূল সা: এহজন দূরদর্শী পরিকল্পনাকারী ও পরিচালক হিসেবে অনন্য দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি একটি রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জন করেন।
- এ চুক্তিতে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।
- এ চুক্তিতে মুসলিম ও অমুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিত করা হয়।
- এ চুক্তির ফলে জুলুম ও অত্যচার নিষিদ্ধ হয়ে যায়।
- গোত্রসমুহের কলহের অবসান হয়।
- এ চুক্তির ফলে একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৯। জসিম সাহেব প্রতি মাসে এমন একটি ব্যাংকে কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করেন, যে ব্যাংক সুদের পরিবর্তে ব্যবসাকে উৎসাহিত করে, লাভ-লোকসানের দায়ভার গ্রহণের শর্তে আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে এবং অবৈধ ও ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসাকে পরিহার করার নীতি অনুসরণ করে। অপরদিকে জনাব জাবের একজন কৃষক। এ বছর তার জমিতে ধানের ফলন ভালো হয়েছে। তাই সে তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ গরীবের জন্য সরকারি তহবিলে জমা দেয়।

**(ক) বাইতুলমাল কী?** ১

**উত্তর :** ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাইতুলমাল বলে।

**অথবা**, ইসলামী রাষ্ট্রে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা এবং কার্যকরী করতে হলে রাষ্ট্রের ধনভান্ডারে বিপুল অর্থ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। আরইসলামী রাষ্ট্রের ধনভান্ডারের সংরক্ষিত স্থানের নাম বাইতুলমাল।

**(খ) 'যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা আবশ্যক'- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** 'যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা আবশ্যক'।

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। তার মধ্যে ৫টি ব্যক্তির মধ্যে এবং ৪টি সম্পদের মধ্যে। সম্পদের মধ্যে যে ৪টি শর্ত থাকতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা আবশ্যক'। আর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বলতে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা অথবা সমপরিমাণ সম্পদকে বুঝান হয়েছে। এ পরিমাণ সম্পদ যদি কারো মালিকানায় না থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ নয়।

**(গ) উদ্দীপকে জনাব জাবেরের কর্মকান্ড তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর।** ৩

**উত্তর :** উশর।

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে 'উশর' বলে। একে ফল ও ফসলেল যাকাতও বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব জাবের একজন কৃষক। এ বছর তার জমিতে ধানের ফলন ভালো হয়েছে। তাই সে তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ গরীবের জন্য সরকারি তহবিলে জমা দেয়। জাবেরের এ ধরণের কর্মকান্ড উশর প্রদানের শামীল।

**(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংকিং পদ্ধতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।** ৪

**উত্তর : ইসলামী** ব্যাংক।

যে ব্যাংক ব্যবস্থা দ্বীন ইসলামের বিধান অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের প্রত্যয়ে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে।

ওআইসি সচিবালয় কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা হলো-

Islamic Bank is a financial institution whose statutes, ruls and procedures expressly state its commitment to the principales of islamic shariah and to the barring of the receipt and payment of interest any of its operations.

অর্থ : ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সকল প্রকার কার্যক্রমে সুদের লেন-দেন সম্পূর্ণ বর্জন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জসিম সাহেব প্রতি মাসে এমন একটি ব্যাংকে কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করেন, যে ব্যাংক সুদের পরিবর্তে ব্যবসাকে উৎসাহিত করে, লাভ-লোকসানের দায়ভার গ্রহণের শর্তে আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে এবং অবৈধ ও ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসাকে পরিহার করার নীতি অনুসরণ করে। সুতরাং এ ধরণের লেনদেন শুধুমাত্র ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকে হয় না। তাই বলা যায় যে, এটি ইসলামী ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব :**

সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এ ইসলামী ব্যাংকের বিকল্প নেই। তাই ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

- সুদমুক্ত লেনদেনের পরিবেশ সৃষ্টি করে
- স্বল্প বিত্তের লোকদের সুমুক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করে
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে
- অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদননিশ্চিত করে
- দেউলিয়াত্বের হাত থেকে ব্যাংকিং সেক্টরকে রক্ষা করে
- মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে সহযোগিতা করে
- সৌহার্দমূলক সহযোগিতায় আয় নিশ্চিত করে
- জাতীয়ভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে
- আয় বৈষম্য হ্রাস করে

২০। 'ক' গ্রামের চেয়ারম্যান জনাব রহমত আলীজনগণের সহযোগিতায় এলাকার রাস্তাগুলোর দু'পাশে সারি সারি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসব গাছ নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থাও করেন তিনি। ফলে-ফুলে সুসজ্জিত এ গাছগুলোতে পাখপাখালীর অবাধ বিচরণ এক অনন্য দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এ রাস্তা দিয়ে যারাই গমন করেন তারা এ মনোরম দৃশ্য দেখে চেয়ারম্যান সাহেবের প্রশংসা করেন। এ অনন্য সাধারণ কাজের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরুস্কৃত হন। একদিন জনাব আরমান 'অ' গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেনদড়ি দিয়ে বাঁধা একটি গরু একটি গাছের সাথে প্যাঁচিয়ে ফাঁস লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে আছে। তিনি তাড়াতাড়ি গরুটিকে দড়ির প্যাঁচ খুলে গাছ থেকে দূরে সরিয়ে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিলেন।

**(ক) উম্মত অর্থ কী?** ১

**উত্তর :** আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে উম্মত শব্দের অর্থ হলো-জাতি, দল, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ও নিয়ম পদ্ধতি।

সাধারণ অর্থে কোন একটি বিশেষ জাতি, আদর্শবাদ, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মিলিত ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়।

**(খ) 'কথা ও কাজে মিল থাকা দা'ঈ-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য'- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** 'কথা ও কাজে মিল থাকা দা'ঈ-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য'।

যিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন তাকে দা'ঈ বলে। এ মহান দায়িত্ব পালন করতে দা'ঈ-কে অবশ্যই বিশেষ কিছু গুণের অধিকারি হতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ' কথা ও কাজে মিল থাকা'। অর্থাৎ দা'ঈ-কে স্বয়ং আমলদার হতে হবে। তিনি যা প্রচার করবেন তা তাকে ব্যক্তিগতভাবে আমল করতে হবে।

**(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব রহমত আলীর কর্মকান্ড তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।** ৩

**উত্তর :** পরিবেশ সংরক্ষণ।

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। যেম-আছে গাছ-পালা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি। এ সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের পরিবেশকে বাসোপযোগী ও ভারসাম্য করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এ পরিবেশকে সংরক্ষণ করা, বিনষ্ট না করাকেই পরিবেশ সংরক্ষণ বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, 'ক' গ্রামের চেয়ারম্যান জনাব রহমত আলীজনগণের সহযোগিতায় এলাকার রাস্তাগুলোর দু'পাশে সারি সারি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসব গাছ নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থাও করেন তিনি। ফলে-ফুলে সুসজ্জিত এ গাছগুলোতে পাখপাখালীর অবাধ বিচরণ এক অনন্য দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এ রাস্তা দিয়ে যারাই গমন করেন তারা এ মনোরম দৃশ্য দেখে চেয়ারম্যান সাহেবের প্রশংসা করেন। এ অনন্য সাধারণ কাজের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরুস্কৃত হন। চেয়াম্যানের এ ধরণের কর্মকান্ড পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**(ঘ) তোমার পাঠ্যবইয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক উদ্দীপকে জনাব আরমানের কার্যক্রমের গুরুত্ব নিরুপন কর।** ৪

**উত্তর :** খেদমতে খালক।

খেদমত শব্দের অর্থ সেবা করা, যত্ন নেয়া, পরিচর্যা করা। আর 'খালক' অর্থ সৃষ্টি জগত, সৃষ্টি জীব। সুতরাং খিদমতে খালক অর্থ সৃষ্টির সেবা করা। ব্যবহারিক অর্থে 'শুধু মানুষকে নয়, বরং নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জীব ও জড় বস্তুর প্রতি মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী কর্তব্য পালনের নামই হচ্ছে 'খিদমতে খালক' বা সৃষ্টির সেবা।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, একদিন জনাব আরমান 'অ' গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেনদড়ি দিয়ে বাঁধা একটি গরু একটি গাছের সাথে প্যাঁচিয়ে ফাঁস লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে আছে। তিনি তাড়াতাড়ি গরুটিকে দড়ির প্যাঁচ খুলে গাছ থেকে দূরে সরিয়ে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিলেন। আরমানের এ ধরণের কর্মকান্ডটি সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন বা খেদমতে খালকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**খেদমতে খালকের গুরুত্ব :**

- আল্লাহর করুণা লাভ : সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে আল্লাহর অপর করুণা লাভ করতে পারে। যে মানুষ অপরের প্রতি দয়া প্রর্শন করে না, সে আল্লাহর করুণা ও দয়া পায় না। মহানবী সাঃ তাই তো বলেছেন,'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না।' তিনি আরো বলেছেন,'তোমরা পৃথিবীবাসির প্রতি দয়া করুণা কর, তাহলে আকাশবাসীও তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন। সুতরাং আমাদের সকলের উচিৎ সৃষ্টির প্রতি দয়া করা।
- আল্লাহর সাহায্য লাভ
- আল্লাহর নির্দেশ পালন

২১। আবির সাহেব তীব্র শীতেও প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অজু করে মসজিদে যান। তার নাতনী রুমা বলল, 'দাদু এ শীতের সকালে এত কষ্ট করে মসজিদে যেতে হয় কেন? আবির সাহেব বললেন, 'আমি এমন একটি ইবাদত পালনের জন্য যাই যা মু'মিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ এবং এ ইবাদত পালনে গুণাহ মাফ হয়ে যায়।' রুমা বলল,'আমার বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক বলেছেন মুসলমানদের মৌলিক ইবাদতের মাঝে এমন একটি ইবাদত আছে যার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দিবেন।'

**(ক) যাকাত অর্থ কী?** ১

**উত্তর :** যাকাত শব্দের অর্থ পুত-পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি-পরিচ্ছন্নতা, ক্রম-বৃদ্ধি ও বেড়ে যাওয়া।

**(খ) 'আমি জিন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি'- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইবাদতের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানবজাতি। তিনি মানবজাতিকে পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে প্রেরণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গুণ-গরিমায় অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি জিন ও মানুষকে আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' ইবাদত বলতে মানুষের গোটা জীবনকে তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক পরিচালনা করে সব ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম আহকাম মেনে চলাকে বুঝায়। তিনি আমাদের প্রভূ-মালিক। আর এ নিখিল বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি, তিনি সবই আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সবই আমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন। আর আমাদেরকে তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,'আমি মানুষ ও জিন জাতিকে একমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।'

**(গ) আবির সাহেব কোন মৌলিক ইবাদত পালন করেন? বর্ণনা কর।** ৩

**উত্তর :** সালাত।

'সালাতের মাধ্যমে যেহেতু বান্দা প্রভূর নিকট দো'য়া, দয়া, ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, তাই একে সালাত বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আবির সাহেব তীব্র শীতেও প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অজু করে মসজিদে যান। তার নাতনী রুমা বলল, 'দাদু এ শীতের সকালে এত কষ্ট করে মসজিদে যেতে হয় কেন? আবির সাহেব বললেন, 'আমি এমন একটি ইবাদত পালনের জন্য যাই যা মু'মিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ এবং এ ইবাদত পালনে গুণাহ মাফ হয়ে যায়।' একমাত্র সালাতকে মু'মিনের মিরাজ বলা হয়েছে। তাই আবির সাহেবের ইবাদতটি নামাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**(ঘ) ধর্মীয় শিক্ষকের বক্তব্যে যে ইবাদতের উল্লেখ করা হয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।** ৪

**উত্তর :** সাওম।

ইসলামী পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক হতে সাওমের নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রুমা বলল,'আমার বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক বলেছেন মুসলমানদের মৌলিক ইবাদতের মাঝে এমন একটি ইবাদত আছে যার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দিবেন।' আর আল্লাহর রাসূল সাঃ হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, রোজা আমার জন্য আর আমি নিজেই তার পুরুস্কার দেব।' সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষকের বক্তব্যে রোজার কথা বলা হয়েছে।

**সাওমের গুরুত্ব :**

- সাওম ফরজ ইবাদত
- আত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে
- তাকওয়া সৃষ্টি করে
- আল্লাহর প্রেমের নিদর্শন
- রোজা ঢালস্বরূপ
- রোজা মুক্তির উপায়
- রোজা চরিত্র গঠনে সাহার্য্য করে
- আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করাবে
- আল্রাহর সাথে যোগসুত্র সৃষ্টি করে

- সংযম ও আত্ম শক্তি অর্জন করে
- সবর বা ধৈর্যশীলতা অর্জন হয়
- ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশীলন

নাজাত ও জান্নাত লাভের মাধ্যম

২২। 'ড. আসিফুল্লাহ বলেন,'মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টান যা-ই বলা হোক না কেন আদি পিতা-মাতার দিক থেকে এক অনন্য বন্ধনে আমরা সবাই আবদ্ধ। এটা এক প্রকার রক্তের বন্ধনও বটে। আমরা একে অপরের সহযোগিতায় নিমগ্ন থাকলে অধিকতার শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতির সোপানে আরোহন করতে পারে।' তার বক্তব্য শুনে ড. আমিন বলেন,'মানুষ মাত্রই একটি সুনির্দিষ্ট অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাই শুধু পারস্পরিক সহযোগিতা নয়, বরং কোন মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু যেন কারো দ্বারা কোনভাবে বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ।'

**(ক) মুবাল্লিগ শব্দের অর্থ কী?** ১

**উত্তর :** মুবাল্লিগ আরবী শব্দ। এটি 'বালাগা' শব্দ থেকে এসেছে। 'বালাগা' শব্দের অর্থ-পৌঁছান। আর যিনি ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছান, তাকে মুবাল্লিগ বলে।

**(খ) 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদোস্তি নেই'- ব্যাখ্যা কর।** ২

**উত্তর :** 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদোস্তি নেই'।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র  ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা। মনুষ শয়তানের প্রলোভনে আল্লাহর সত্য-সুন্দর এ দ্বীনকে ভুলে গিয়ে নানাবিধ পাপাচারে নিমজ্জিত ও নিপতিত হয়ে পড়ে। এ থেকে মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য যুগে যগে অসংখ্য নবী ও রাসূলকে এ ধরাধামে আগমন করেন। তারা মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব কবুলে জন্য দাওয়াত দেন। এ দাওয়াতের ধারা চিরকালীন। এ দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে কোন প্রকার জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,'ধর্মে জবরদস্তি বাড়াবাড়ি নেই।' সূরা বাকারা-২৫৬। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসীরগণ বলেন, দীন গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি করা যাবে না। তবে দীন গ্রহনের পর যদি কোন মুসলমান দীনের কাজ করতে অবহেলা করে তাহলে তাকে জবরদস্তি করা যাবে।

**(গ) ড. আসিফুল্লাহর বক্তব্যে তোমার পাঠ্য বইয়ে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?  ব্যাখ্যা কর।** ৩

**উত্তর :** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি-দর্শন।

ইসলামের আন্তর্জাতিকতার গোড়ার কথা হলো,'বিশ্ব মানবমন্ডলী এক উৎস থেকে উৎসারিত। পৃথিবীর প্রথম থেকে সকল মানুষ একই পিতামাতা হযরত আদম আ. এবং হাওয়া আ.-এর বংশধর। মহান আল্লাহ বলেন,'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বহু গোত্রে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।' মহানবী সাঃ বলেন,'তোমরা সকলেই আদম হতে সৃষ্টি, আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট।' আল্লাহ বলেন,'সকল মানুষ একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত।' আর বিশ্বনবী সাঃ বলেছেন,'আমি বিশ্বের সকল মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছি।' এটাই ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি দর্শন।

উ্দীপকে দেখা যায় যে, 'ড. আসিফুল্লাহ বলেন,'মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টান যা-ই বলা হোক না কেন আদি পিতা-মাতার দিক থেকে এক অনন্য বন্ধনে আমরা সবাই আবদ্ধ। এটা এক প্রকার রক্তের বন্ধনও বটে। আমরা একে অপরের সহযোগিতায় নিমগ্ন থাকলে অধিকতার শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতির সোপানে আরোহন করতে পারে।' আসিফেরবক্তব্যে ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতির নিদর্শন ফুটে উঠেছে।

**(ঘ) ড. আমিন যে বিষয়ের প্রতি ঈঙ্গিত করেছেন তা সংরক্ষণে ইসলামের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।** ৪

**উত্তর :** মানবাধিকার।

মানুষ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এ বৃত্তিগুলো স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চিরন্তন। মানুষ চিন্তা করতে পারে, কথা বলতে পারে এবং স্বাধীনভাবে চরাফেরা করতে পারে। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো আল্লাহ প্রদত্ত। এ বৃত্তিগুলো সংরক্ষণ ও বিকাশে মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। মানুষের এ অধিকারগুলোকে মানবাধিকার বলে।

**অথবা**, মানুষের সহজাত কিছু অধিকার রয়েছে, যেমন-স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, বিশ্বশান্তি, মানুষের সহজাত মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এ অধিকারগুলোকে একত্রে মানবাধিকার বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ড. আমিন বলেন,'মানুষ মাত্রই একটি সুনির্দিষ্ট অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাই শুধু পারস্পরিক সহযোগিতা নয়, বরং কোন মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু যেন কারো দ্বারা কোনভাবে বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ।'

ড. আমীনের বক্তব্যে মানবাধিকারের কথাই ফুটে উঠেছে।

মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামের ভূমিকা :

মানবাধিকার ও মর্যাদার অস্বীকৃতির কারণেই স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, ন্যায়বিচার ব্যাহত হয় এবং বিশ্বশান্তি হুমকির মখোমুখি হয়। শ্রেষ্টত্বের অহংকারে গর্বিত জাতি পশ্চাদপদ জাতিকে শাসনের মোগ্য মনে করে হামলা করে, নিজস্ব আইন বাস্তবায়ন করে। তাই মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

- মানুষের সম-মর্যাদা ও অধিকার : ইসলাম মানুষের মর্যাদার উপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছে।এ বিশ্বের সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে মর্যাবান হচ্ছে মানুষ। মাটির তৈরি মানুষকে তিনি নূরের তৈরি ফিরিশতাদের দ্বারা সেজদার মাধ্যমে সম্মানিত হরেছেন। মানুষ

মহান আল্লাহ তা'য়ালার এক সতন্ত্র ও বিশেষ সৃষ্টি। সকল সৃষ্টির তুলনায় মানুষকে উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি জগতের সমস্ত নেয়ামত ও শক্তিসমুহ মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে তার সেবায় নিয়জিত করেছেন। ইসলামে ধর্ন-গরীব, উচু-নিচু, সাদা-কালো, আরব-অনারব, প্রাচ্য-প্রতিচ্য কোন ভেদা-ভেদ নেই। ইসলামী আদর্শ অনুসারে সমগ্র মানবসমাজ

এক জাতি। তারা সকলেই আদম সন্তান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল সাঃ বলেছিলেন,'কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোন আরবের উপর কোন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব, শুধু তাকওয়া ছাড়া।' 'তোমরা সবাই আদম সন্তান, আর আদম মাটির তৈরি।'

- স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার : ইনলামে মানুষের জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। আল্লাহ বলেন,'আল্লাহ যে জীবনকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করো না।' ইসলামে মানবজীবন অসংগত কারণে হরণ করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন, নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করলো।' 'দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করি এবং বিশেষত তাদেরও।' মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মহানবী সাঃ বলেন,'তোমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের উপর হারাম করা হলো। তোমাদের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, অনুরূপভাবে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পরের হত্যাকারী হয়ে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যেয়ো না।'
- বিচার পাবার অধিকার : ইসলামী শাসনে প্রতিটি মানুষের ন্যায়বিচার পাবার অধিকার রয়েছে। খুনের বদলে খুন, ব্যভিচারের শাস্তি, চৌর্যবৃত্তির শাস্তি আপাততদৃষ্টিতে নিষ্ঠুর মনে হলেও সমাজে স্থায়ী শান্তি আনার জন্য ন্যায়বিচারের বিকল্প নেই। ইনসাফ ও সাম্যনীতি ইসলামী বিচারব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন,'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে।' 'তুমি তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করলে সু-বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সু-বিচারকারীকে ভালোবাসেন।'
- ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকার : ইসলামে হালাল উপায়ে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। তবে এ ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত সমস্ত অধিকার ও কর্তব্য পালন করতে হবে। ইসলামী শরীয়তে ব্যক্তির মালিকানা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপমুক্ত থাকবে। আল্লাহ বলেন,'তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।'
- চিন্তা, বিবেক-বিশ্বাস ও ধর্মের স্বাধীনতা : ইসলাম মানুষের বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। আল্লাহ বলেন,'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সু-স্পষ্ট হয়ে গেছে।' 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন।'
- ইসলামে সত্যের পথে মানুষকে আহবান জানানো হয়, সত্য গ্রহণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয় কিন্তু ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে সকলে নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ভোগ করে।